ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 August 2021 ■ আগরতলা ১৮ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান সমর্থন জানালেও আমেরিকা সহ অন্য শক্তিধর দেশগুলি নিশ্চুপ

তালিবানী ত্রাসে আফগানিস্তান, ভারত উদ্বিগ্ন

কাবুল, ১৭ আগস্ট।। কাবুলে প্রেসিডেন্ট প্যালেসের সামনে মঙ্গলবার বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে কয়েকজন নারীকে। রোববার থেকে তালেবানরা এই প্রেসিডেন্ট প্যালেস দখলে রেখেছে।

ইরানি সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট মালিস আলিনেজাদ এর টুইটারে প্রকাশ করা ভিডিওতে এ বিক্ষোভের চিত্র পাওয়া যায়। ভিডিওতে দেখা যায়, জনাকয় নারী প্ল্যাকার্ড হাতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ করছেন। তারা বোরকা পরিহিত ছিলেন।

সাংবাদিক মালিসা আলিনেজাদ জানান, নারীরা তাদের শিক্ষা, কাজ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দাবি জানান।

ভডিওতে দেখা যায়, কয়েকজন অস্ত্রধারী তালেবান সদস্য বিক্ষোভরত নারীদের সামনেই ছিলেন। পাশে একটি পিকআপেও অস্ত্রধারী কয়েকজন তালেবান সদস্যকে দেখা যায়। তবে এসব নারীকে বাধা দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে তালেবানের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা ইসলামি আইন অনুয়ায়ী নারীর কাজ ও শিক্ষার অধিকার দেবে। এ ছাড়া তাদের পক্ষ থেকে এর আগে নারীদের সরকারে অংশগ্রহণের আহ্বানও জানানো হয়। বিশ বছর আগে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় নারীদের শিক্ষা, কাজ ও বাইরে যাওয়ার অধিকার খর্ব করে তালেবান। তবে মঙ্গলবারের সংবাদ সম্মেলনে তারা জানায়, বিশ আগের তালেবান এবং এখনকার তালেবান এক নয়।

ঘরোয়া রাজনৈতিক কারণেই আফগানিস্তান থেকে হাত উঠিয়ে নিয়েছে ওয়াশিংটন, যার জেরেই সে দেশে ক্ষমতায় ফিরেছে তালিবান। আফগানিস্তান থেকে বাহিনী সরানোর দায় আমেরিকার ঘাড়েই চাপিয়ে একথা বলেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেল। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, মেরকেলের মতে, আফগানিস্তানে সেনা নামানোর দুই দশক পরে সেখান থেকে ন্যাটোর সেনা প্রত্যাহারের 'চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমেরিকাই নিয়েছে'। তাঁর মতে, 'ঘরোয়া রাজনীতির কারণেই' এই অবস্থান নিয়েছে জো বাইডেনের সরকার। ম্যার্কেল আরও বলেন, "আমরা সবসময় বলেছি, আমেরিকা যদি থাকে তা হলে আমরাও থাকব।" ম্যার্কেলের মতে, "আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের ফলেই তালিবান ক্ষমতায় ফিরে এসেছে।" আফগান কর্মী এবং তাঁদের পরিবার যাঁরা জার্মান সেনা, দূতাবাস-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করছে বার্লিন। সেই সংখ্যাটা আড়াই হাজারের বেশি হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তাঁদের উদ্ধারের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে পদক্ষেপের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.)।। আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি।

আফগানিস্তান তালিবানের দখলে যেতেই সেদেশে শুরু হয়েছে চরম অরাজকতা। এরই মাঝে জানা গিয়েছে কাবুলের ভারতীয় দূতাবাসে বেশ কয়েকজন ভারতীয় আটকে রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্য সবরকম সহায়তা করা হবে বলে বিদেশ মন্ত্রক আশ্বস্ত করেছে। ইতি মধ্যেই কার্গো বিমানে করে কাবুল থেকে দেশে ফিরেছেন বহু ভারতীয়। তবে এখনও অনেকে সেখানে আটকে আছেন। এই অবস্থায় আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১২০ জন ভারতীয়কে নিয়ে কাবুল থেকে ফিরল বায়ুসেনার বিমান

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.)।। আফগানিস্তান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে দেশে ফিরল আরও একটি বায়ুসেনার বিমান। মঙ্গলবার কাবুল থেকে ১২০ জন ভারতীয়কে নিয়ে গুজরাটের জামনগরে এসে পৌঁছেছে ভারতীয় বায়ুসেনার কার্গো বিমান সি-১৭ গ্লোবমাস্টার। পদে পদে তালিবান বাধা কাটিয়ে নিজেদের নাগরিকদের উদ্ধার করেছে নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, রবিবার তালিবান কাবুল দখলের পরেই ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি সি-১৭ বিমান কাবুলে পাঠানো হয়। সেই বিমানগুলিতে দূতাবাস কর্মী ও ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের জওয়ানদের ফিরিয়ে আনার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসকে নিজেদের নজরদারির মধ্যে রেখেছিল তালিবান। এমনকি কোনও আফগান নাগরিক ভারতে পালানোর জন্য দূতাবাসের দ্বারস্থ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য সেখানে হানাও দেয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারত বন্ধ করল কাবুল দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.)।। অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারত বন্ধ করে দিল কাবুল দূতাবাস। মঙ্গলবার সকালে কাবুলের হামিদ কার্জাই বিমানবন্দর থেকে বিশেষ বিমানে দূতাবাসের কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিমান অবতরণ করবে হিন্দ বিমানবন্দরে। বিমানে রয়েছেন ১৩০ জন দূতাবাস কর্মী। এছাড়াও আটকে থাকা ভারতীয়দের ফেরাতে ফাস্ট ট্রাক ভিসার আবেদন থেকে শুরু করে হেল্পলাইন নম্বর চালু করাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের পরিস্থিতির দিকে দিল্লি নজর রেখেছে। আফগনিস্তানের পরিস্থিতি রীতিমতো সঙ্কটজনক। প্রতিদিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। বাণিজ্যিক উড়ান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় সে দেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। মুখপাত্রটি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ১৯ আগস্ট রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, তিনি এখানে মহারাজ বীর বিক্রম এর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে বৈঠক করবেন। তাছাড়াও তিনি এখানে প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায় প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। জানা গিয়েছে, সেরিব্রাল হেমারেজে তিনি প্রয়াত হয়েছেন।

তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ বিশিষ্টজনের শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ফরোয়ার্ড ব্লকের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনুত্তীর্ন পরীক্ষার্থীদের সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গিতে উত্তীর্ণ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে অনুত্তীর্ন ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণ করেছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাতে, পাশের হার বেড়ে প্রায় ৯৯ শতাংশের অধিক হয়েছে বলে দাবি করেন পর্ষদ সভাপতি ডা. ভবতোষ সাহা। তিনি বলেন, একদম পরীক্ষা দেয়নি তারা বাদে সকলেই পাশ করেছে। কিছু ছাত্রছাত্রী প্র্যাকটিকেল পরীক্ষায় অনুপস্থিত রয়েছে। তাদের আগামী সেপ্টেম্বরে ওই পরীক্ষা দিতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, করোনার প্রকোপে এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। কেন্দ্রীয় বোর্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল ঘোষণা দিয়েছে। তাতে কিছু অনিয়ম ধরা পড়েছে। তাই, ফলাফল পুন: মূল্যায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

তাঁর কথায়, করোনার প্রকোপে পরীক্ষা না নেওয়ায় অনুত্তীর্ন পরীক্ষার্থীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাতে, ছাত্র সংগঠনও বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করেছে। তাই, বিদ্যালয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্রে প্রাপ্ত নম্বর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুণরায় যাচাই করে দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সমস্ত অনিয়ম কাটিয়ে, বিভিন্ন রাজ্যের ফলাফল পর্যালোচনা করে এবং সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, একদম পরীক্ষা দেয়নি এবং দ্বাদশের প্র্যাকটিকেল পরীক্ষায় অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ করা সম্ভব হয়নি। তাদের সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে। তাঁর কথায়, ফলাফলে অসন্তুষ্ট এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ন পরীক্ষার্থীরা ২৩ আগস্টের মধ্যে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য আবেদন জানাতে হবে।

লেনদেন নিয়ে বিবাদ আক্রান্ত শ্রমিক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আর্থিক লেনদেনকে নিয়ে মতভেদের জেরে বিশালগড়ে এক শ্রমিক আক্রান্ত হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বিশালগড় বাজারে শ্রমিককে মারধর।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার গভীর রাতে শ্রমিক রামু রবিদাস কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বিশালগড় এর এক ব্যবসায়ীর হাতে রক্তাক্ত হয়েছে। এমনকি শ্রমিককে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। জানা যায় টাকা সংক্রান্তঃ বিভাগকে কেন্দ্র করে এই মারধরের ঘটনা ঘটেছে।

বিশালগড়ের এক ব্যবসায়ী কমল বলে পরিচিত সে হঠাৎ শ্রমিককে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে রামু রবিদাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।এই ব্যবসায়ী অভব্য আচরণ পড়লেও তাকে কেউ কোন কিছু করতে পারেনি। জানা গেছে, শ্রমিককে এলোপাতাড়ি ভাবে মারতে মারতে তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্তানের মারে আহত বাবা-মা, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগস্ট।। ছেলের হাতে বাবা রক্তাক্ত। ঘটনা সোমবার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন চামপ্লাই এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম উপেস্বর মজুমদার। সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। মা বাবা সন্তানকে কুলে পিটে করে মানুষ করে তুলেন বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের কাছ থেকে পুলিশ কা পাওয়ার আশায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সন্তানের কাছ থেকে মা-বাবা পরিষেবা তো দূরের কথা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন।

এ ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে সামাজিক অক্ষয়ের ঘটনা। এধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার চামপ্লাই গ্রামে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চামপ্লাই এলাকার বাসিন্দা উপেস্বর মজুমদার সোমবার রাতে নিজ বাড়িতে এসে প্রত্যক্ষ করেন ছেলে সঞ্জয় মজুমদার কোন এক বিষয় নিয়ে নিজের গর্ভধারিনী মাকে মারধর করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন পিতা উপেস্বর মজুমদার। এতেই বিপত্তি। মুহুর্তের মধ্যে ছেলে সঞ্জয় মজুমদার তার পিতা উপেস্বর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জট কাটেনি বিশালগড় গ্যাস বটলিং প্ল্যান্টে বিক্ষোভ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনেও সকাল থেকে বিশালগড় গ্যাস বটেলিং প্লান্টের ছাঁটাইকৃত শ্রমিকরা কর্মসংস্থান ফিরে পাবার দাবিতে অফিসের সামনে বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়। বিশালগড় বটলিং প্লান্ট অন্যত্র স্থানান্তর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে কর্মরত শ্রমিকদের আগাম কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কাছ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে শ্রমিকরা।

অসহায় শ্রমিক পরিবারগুলোর তাদের জন্য কাজের সংস্থান করতে কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবারের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে বিশালগড় গ্যাস বটেলিং প্লান্টের অফিসের সামনে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেন শ্রমিকরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুই শতাংশের নিচে করোনার দৈনিক সংক্রমণ,২৪ ঘন্টা মৃত্যুহীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আপাতত ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দুই শতাংশের নিচে থাকছে সংক্রমণের হার। সাথে গত ২৪ ঘন্টা ছিল মৃত্যুহীন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ২০২ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৭১ শতাংশ। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ১২৯৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৭২১ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬৯৯১ জনকে নিয়ে মোট ৭৭১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১১ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১২১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৩২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ১.৭১ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়ে চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২০২ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১২৯৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮১৪৪৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৯৩০৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৮৬ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৪৫ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাখী পূর্ণিমা আসন্ন, বাজারে বাহরি রাখী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার তোলা ছবি নিজস্ব।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক

কেন্দ্র উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির জন্য ১,৩৫২.৯২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে, ৯৩.০২ কোটি পেয়েছে ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া মঙ্গলবার মহামারী পরিস্থিতি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে টিকা নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করেছেন।

বৈঠকে উত্তর -পূর্ব রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রস্তুতি প্যাকেজের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে সরকার কোভিড -১ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য প্যাকেজ ঘোষণা করেছে।

মন্ত্রক উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ৮ টি রাজ্যের জন্য ১,৩৫২.৯২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

তিনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, 'আমি রাজ্যগুলিকে আশ্বস্ত করেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে এবং তাদের প্যাকেজ বাস্তবায়ন দ্রুত করার আহ্বান জানাব।'

তিনি আরও জানান যে এই প্যাকেজটি কোভিড পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে, ওষুধের স্টোরেজ, কোভিড বেড, পেডিয়াট্রিক ইউনিট, ভেন্টিলেটর এবং অক্সিজেন স্টোরেজ সহ অন্যান্য চিকিৎসা সুবিধা। ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলী ও মোহনপুরে দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। আমতলী থানা এলাকার রানিরখামারের অনন্ত আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলের রান্না ঘরের বারান্দা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম রামকৃষ্ণ সরকার।

আমতলী থানার মধুবনের রানীখামারের অনন্ত আচার্য উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড-ডে-মিল রান্নাঘরের বারান্দা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম রামকৃষ্ণ সরকার।বয়স ৪০ বছর। পেশায় রাজ মিস্ত্রি ঠিকাদার। কন্টাক্ট নিয়ে কাজ করেন। এলাকার মানুষের কাছ থেকে জানা যায় ড্রেনের কাজ নিয়ে মতভেদ কে কেন্দ্র করেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন তিনি। মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় মানুষজন পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার নাগ দেবী মনসা পূজার দিন সাত সকালে মোহনপুর তারানগরের তারাসুন্দরী বান্দ পাড়াতে ছড়ার জল থেকে লিটন দেব নামে মাঝ বয়সী এক ব্যাক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৯৮▫ ১৮ আগস্ট ২০২১ ইং▫ ১ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গোয়েন্দা ব্যর্থতা

ভারত তো বটেই, মার্কিন মুলুক পর্যন্ত রীতিমতো হতবাক হইয়া গিয়াছে। তালিবানরা এইভাবে আফগানিস্তান নিজেদের দখলে নিয়া যাইতে পারিবে তাহা চিন্তাভাবনার মাঝেই ছিল না। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া দেখাইলো তালেবানরা। যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্থানে আটকাইয়া পড়িয়াছে বহু ভারতীয়। তাহাদের ফিরাইয়া আজিবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য আমেরিকার সহযোগিতা নিয়াছে ভারত সরকার। কিন্তু আফগানিস্থানে কত সংখ্যক ভারতীয় আটকাই পড়িয়াছে সঠিক তথ্য নাই বলিলেই চলে। তালিবানদের আফগানিস্তান দখল এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয়রা আটকাইয়া পরিবার বিষয়ে সরকারের কাছে সঠিক তথ্য না থাকি নাই। সার্বিক বিচার বিবেচনা করিলে দেখা যায় আফগানিস্তানে যুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হইলেও ভারতের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে যথাসময়ে ভারত সরকারের কাছে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। গোয়েন্দা ব্যর্থতার কারণেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়িছে। গোয়েন্দা তথ্য ব্যর্থতা যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদকে ডাকিয়া আনিতে পারে। ভারত সরকারকে গোয়েন্দা তথ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়া আরও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অন্যতায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত সরকারকে এই ভুলের মাশুল গুণিতে হইবে।

চোখের নিমেষে যেন বদলাইয়া গেল চিত্রটা। তালিবানের দখলে চলিয়াই গেল গোটা দেশটা। আফগানিস্তানের রাজধানী সহ গজনি, হেরাট, কান্দাহারের পর এবার কাবুলও দখল করিয়া নিল তালিবানরা। এমনকী প্রেসিডেন্টের প্রাসাদও ইতিমধ্যেই তাহাদের দখলে। তাহার জেরে আফগানিস্তান যেন হঠাৎ করিয়া

পিছাইয়ায়ে গিয়াছে ২০ বছর আগে । সেই একই ভয়াবহ দৃশ্য কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় । দেশের সব ক্ষমতাই ফের তালিবানদের মুঠোয়।প্রেসিডেন্টের বাসভবনে তালিবানদের সঙ্গে ৪৫ মিনিটের বৈঠক শেষে পদত্যাগ করেন আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি। তালিবানরা কাবুলের দিকে এগোতে শুরু করিতেই তিনি দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া যান বলিয়াই খবর। রবিবার দেশত্যাগ করিবার সময় সময় তাঁহার সহযোগীরা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন । এদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিয়াছে তালিবানরা। আর তাহার প্রধান হইতে চলিয়াছেন আলি আহমেদ জালালি।

রবিবার সারাটা দিন ধরিয়াই আতঙ্কের মধ্যে কাটাইয়াছেন বেশিরভাগ আফগানবাসী। সেই আতঙ্কে অনেকেই ছুটতে লাগিয়াছেন কাবুল বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। দেশের বাইরে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা আপাতত তালিবানের দখলে থাকায় দেশ ছাড়িয়া পালানোর যে এটাই শেষ পথ তাঁহাদের কাছে।

এদিকে, আফগানিস্তানের উন্নয়নের ওপর নজর রাখিতেছে ভারত। এই টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছে ভারত সরকারও। সেই মতোই এদিন ভারতীয় বিমান বাহিনীর গ্লোবমাস্টার সামরিক পরিবহন বিমানে কাবুল থেকে ১২৯ জন ভারতীয়দের দিল্লি ফিরাইয়াছে বিদেশমন্ত্রক। এরই সঙ্গে আফগানিস্তানের ভারতীয় দূতাবাস থেকে কূটনীতিকদেরও দেশে ফিরাইবার কথা ভাবা হইতেছে। অবশ্য এই বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

বিজেপির যুব সংকল্প যাত্রা ঘিরে ধুন্ধুমার শিলিগুড়িতে, আটক একাধিক কর্মী

শিলিগুড়ি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত দলীয় কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাতে শিলিগুড়ির হাসমি চকে 'যুব সংকল্প যাত্রা' শুরুর আগেই পুলিশি বাধায় ধুন্ধুমার এলাকা। মঙ্গলবার সকালে কর্মসূচি শুরু হওয়ার আগেই পুলিশ বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ-সহ প্রায় ৩০জনকে গ্রেফতার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা এলাকায়।

এদিন সকাল ৮ টায় শিলিগুড়ির হাসমি চকে 'যুব সংকল্প যাত্রা' শুরুর কথা ছিল। এই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল রাজু বিস্তার। স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার ভোর থেকে জমায়েত শুরু করেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ। সাফ জানানো হয়, এই মুহূর্তে কোনওরকম জমায়েত করা যাবে না। প্রতিবাদে সুর চড়ান বিজেপি কর্মীরা। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো বচসায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা।এর জেরেই ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ইতিমধ্যেই হাসমি চকে জলকামান নিয়ে এসেছে পুলিশ। কয়েকজন কর্মীকে আটক করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, 'আজ রাজ্যে যা অবস্থা, তা দেখে আমার দুঃখ হয়। বাংলার চারজন মন্ত্রী হয়েছে, এটা গর্বের বিষয়।' রাজু বিস্তার অভিযোগ, কোনও অনুমতি ছাড়াই রাজ্যে খেলা দিবস পালন করছে তৃণমূল। আর আজ যখন বিজেপির যুব নেতারা ৭৫ জন লোককে নিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে, তখন আটকাচ্ছে পুলিশ।প্রসঙ্গত, এদিনই বিজেপির তরফে মৃত কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ সম্মান যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। বিজেপির সদর দপ্তর থেকে এই কর্মসূচির সূচনা করবেন সুভাষ সরকার। এই কর্মসূচিতে শামিল হবেন মোট ৪ মন্ত্রী। তাঁরা হলেন সুভাষ সরকার, নিশীথ প্রামাণিক, জন বার্লা, শান্তনু ঠাকুর। নিহত কর্মীদের বাড়ি যাবেন তাঁরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

অশান্ত শিলঙে অঞ্চল বিশেষে দুই থেকে তিন ঘণ্টার কারফিউ শিথিল

শিলং, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : রাজধানী শহর শিলঙের পরিস্থিতি সামান্য উন্নত হওয়ায় এলাকা বিশেষ আজ মঙ্গলবার কোথাও দুই কোথাও তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। আজ সকালের দিকে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে আচমকা সরকারিভাবে এলাকার নাম সহ ঘোষণা করা হয়, নিরোপদ্রব এলাকায় দুপুর ১২:০০টা থেকে বেলা ৩:০০টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা এবং অন্য আংশিক উপদ্রুত এলাকায় বেলা ১:০০টা থেকে ৩:০০টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছে।

পূর্ব খাসিপাহাড়ের জেলাশাসক মাতসিয়েওডোর ওয়ার নংব্রি (আইএএস)-এর জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে সার্বিকভাবে গোটা শিলঙে এক সঙ্গে কারফিউ শিথিল করা হয়নি।কারফিউ শিথিলের কথা ঘোষণা করে বলা হয়, এই সময়কালে শিলঙের কেবল জনবসতিপূর্ণ পাড়ার দোকানপাট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিন এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে নিতে বলেছেন জেলাশাসক। তবে সার্বিকভাবে গোটা শিলঙে এক সঙ্গে কারফিউ শিথিল করা হয়নি। এদিকে কারফিউ শিথিল হওয়ার খবর পেয়ে গৃহস্থরা ছুটোছুটি করে পাড়ার দোকানে ভিড় জমান।

জেলাশাসক মাতসিয়েওডোর ওয়ার নংব্রি জানান, গতকাল রাত থেকে শিলঙে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়নি। তবে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান এবং মূল ঘটনাস্থল মওয়াই এলাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, 'হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি) নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চেস্টারফিল্ড থাংখিউ পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হওয়ার পর পূর্ব খাসিপাহাড় জেলা সদর শিলং ও পার্শবর্তী এলাকা সহ সংলগ্ন তিনটি জেলায় বিক্ষিপ্ত নাশকতামূলক ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে। এরই পরিপ্রক্ষিতে শুক্রবার রাত ৮:০০ থেকে শিলং সহ পার্শবর্তী এলাকায় প্রথমে ১৭ আগস্ট ভোর পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছিল রাজ্য প্রশাসন। তবে পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় কারফিউয়ের মেয়াদ আরও একদিন বাড়িয়ে ১৮ আগস্ট ভোর পাঁচটা পর্যন্ত হয়েছিল।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশ্বজিৎ / সমীপ

'হাওয়া স্কুল'

ব্রতীন্দ্র ভট্টাচার্য

জীবিকা সূত্রে সম্প্রতি দক্ষিণের একটি রাজ্যের দশটি সরকারি স্কুলের ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথা হল। একটি বহুজাতিক সংস্থা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের লক্ষ্যে এই বিদ্যালয়গুলিতে কিছু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়। আমার কাজ ছিল, সেগুলি কতটা সুপ্রযুক্ত হয়েছে, প্রকল্পটি কতটাই বা সিদ্ধ হল, তার একটা পক্ষপাতহীন হিসাবনিকাশ সেই সংস্থার কাছে তুলে ধরা।

কাজটা যখন, পেলাম, ততদিনে আছড়ে পড়েছে অতিমারীর দ্বিতীয় তরঙ্গ। ফলে যোগাযোগের সবটাই দূরত্বে বসে সারতে হল। ব্যবস্থাও সেরকমই নেওয়া হচ্ছিল, যাতে বিপত্তি সত্ত্বেও কাজটা সুসম্পন্ন হয়। কাজে নেমে প্রথমেই দাক্কা খেলাম, যখন জানলাম প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পোন নম্বর পাব মাত্র ২৫০ জনের (স্মার্টফোন ইউজারের সংখ্যা আরও কম-৫০ খানেক)। কারণ? প্রতমত, গত দেড় বছর স্কুলের দরজা। খোলেনি। ব্যবসাতেও মন্দা, ফলে বহু পরিবার ওখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যে যার এলাকায় পিরে গিয়েছে। বলে রাখা বাল, এসব ছাত্রছাত্রীর প্রায় প্রত্যেকের পরিবার দারিদ্ররেখার নিচে এবং প্রায় প্রত্যেকেই তথাকথিত 'পরিযায়ী শ্রমিক'- এর সন্তান। বিগত বছরের দুর্দশার থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের মা-বাবারা স্বভূমির উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, বেশিরভাগ পরিবারেই ফোনের সংখ্যা একটি, আর সেটি বাবার কাছে। মা-ও যদি শ্রমিক হন, তবে ফোনের সংখ্যা বাড়ে বটে, তবে কাজের কাজ কিছু হয় না। কারণ, মা-বাবা দু'জনেই ফোন নিয়ে বেরোন। আর সন্তানের পড়াশোনার স্বার্থে যদি কাজে না বেরন, অন্ত একজনও, তবে সন্তানের অপুষ্টির দায় নিতে হয়। সে ও কি সম্ভব? সবশেষে কোপটা পড়াশোনাতেই পড়ে, গরিবের এ এক ঘোড়ারোগ বই তো নয়। তা, এই ২৫০ ছেলেমেয়েকে কেন্দ্র করে হওয়া সমীক্ষায় দেখা গেল তাদের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশই অতিমারী-হেতু লেখাপড়ায় বিপুল ক্ষতির কথা নিয়ে সরব। এই ক্ষতি ওই বহুজাতিক সংস্থার নানা চেষ্টাও সাহায্য সত্ত্বেও আটকানো যায়নি। যে-রাজ্যের সরকার অবশ্য ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে, বিশেষ করে সরকারি স্কুলগুলোর যারা যায় তাদের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা নিয়েছে। আছে ওয়েবসাইট বা অ্যাপ, বা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে পড়াশোনা। কিন্তু প্রকরণের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বহুকথিত সেই 'অন্তিম মাইল'-টি কোনওমতেই পার করা যায়নি। তারই ফলশ্রুতি ওই ৯৫ শতাংশের হতাশ্বাস। অভিজ্ঞতার কথা পেরিয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণে নজর দেওয়া যাক।

'প্রথম' নামে একটি এনজিও এই বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ করেছে। 'সব শিশুই স্কুলে যাক'—এই তাদের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রের পাশাপাশি আরও নানা কাজের সঙ্গে ২০০৫ থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর তারা 'অ্যানুয়াল স্টেট অফ এডুকেশন' নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। এদের সর্বশেষ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে এই বছরেরই

ফেব্রুয়ারির পয়লা তারিখ। এই সমীক্ষা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারের উপর করা হয়েছে, যদিও তার মধ্যে প্রায় ৫০ হাজার পরিবারের সঙ্গেই সংযোগসাধন সম্ভব হয়নি। কারণ স্রেফ ফোনে না-পাওয়া। এই সমীক্ষায় এসেছে ২৬টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিবার। সমীক্ষার পুরোটাই গ্রাফ কেন্দ্রিক।

রিপোর্টের শুরুতেই দেখা যায়, ২০১৮ ও '২০ সালের মধ্যে তুলনা টানলে— বেসরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে সন্তানকে সরকারি স্কুলে ভর্তি করার প্রবণতা কিছু হলেও বেড়েছে। প্রাথমিক কারণ হিসাবে উঠে আসছে পরিবারের আর্থিক সমস্যা। আবার বহু ক্ষেত্রে লকডাউনে বন্ধ হওয়া বেশ কিছু বেসরকারি স্কুল আর খোলেন। ফলে সেখানকার ছেলেমেয়েরাও উপায়ান্তর না দেখে ভর্তি হয়েছে সরকারি স্কুলেই এরপর বলতে হয় স্কুলে ভর্তির কথা। ২০১৮-র স্কুলে ভর্তি না-হওয়া শিশু ছিল ওই বয়সের জনসংখ্যার ৪ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান ২০২০-তে দাঁড়াচ্ছে সাড়ে ৫ শতাংশে। তবে এই বৃদ্ধিকে চট করে 'স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে' বলালে সতোর অপলাপ হবে। কেননা, এই বিপুলসংখ্যাক শিশুদের মধ্যে স্কুল না-যাওয়া এমন অনেকে আছে, যারা স্কুলে যাচ্ছে না কেবল স্কুল না খোলার কারণেই। স্কুল খুলে গেলেই প্রথম শ্রেণিতে এরা ভর্তি হবে এবং স্কুলে যাওয়া শুরু করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮-য় আন্তর্জাতিক পণ্য পরিবহণ সংস্থা 'ডিএইচএল'-এর একটি রিপোর্টে প্রকাশ স্কুলছুট শিশু, যাদের সংখ্যা এদেশে সবথেকে বেশি, তাদের কারণে ভারত প্রতি বছর তার মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি-র ০.৩০ শতাংশ ক্ষতি স্বীকার করে। এরপর আসে পাঠ্যবই। সরকারি স্কুলের ৮৪ শতাংশ ও বেসরকারি স্কুলের ৭২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী জানাচ্ছে, বইয়ের ব্যবস্থা তারা করতে পেরেছে। বলা দরকার, সারা ভারতে স্কুল যায় এমন খুদের সংখ্যা ২৫ কোটি। সুতরাং স্কুল বন্ধ হওয়ার এতদিন পরেও বই মিলল না যাদের, তাদের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। 'প্রথম' -এর সমীক্ষা মাথায় রাখলে, সংখ্যাটি ৫ কোটির আশেপাশে। এদিকে বই পেল যারা, তাদের মধ্যে স্কুলের অনলাইন পদ্ধতিতে যারা শেখার শিখল। আর যারা সেভাবে শিখতে পারল না, আরও ব্যাপক হল তাদের সংকট। দেখা গেল কম, আয় যাদের, সেসব পরিবারের প্রায় অর্ধেক শিশু পড়াশোনার ব্যাপারে বাড়ি থেকে কোনও সাহায্যই পায় না। কারণ, তাদের বাপ-মা শিক্ষাগত ও কখনও পেশাগত কারণে সেই সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে অপারগ। আর, যারা একটু আধটু টিউশন পড়তে যেত, এই বাজারে অনেককেই সেসব বিলাসিতা ত্যাগ করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত 'প্রতীচী' (ইন্ডিয়া ট্রাস্ট)-বিরচিত 'অতিমারি ও শিশুশিক্ষা। শিক্ষকের দুষ্টিতে ও সৃষ্টিতে 'পুস্তিকায় স্কুল-শিক্ষা-শিক্ষানীতি ও মহামারীজাত সংকট-বহু উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, ক্ষীণকায় তবু জ্ঞানদীপ্ত এই সংকলনে। তীব্রভাবে উঠে এসেছে শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে সযত্নলালিত বৈষম্যের কথা যা এতকাল আমরা দেখেও দেখিনি। শোনা যাচ্ছে, অতিমারীর তৃতীয় ঢেউ আসন্ন। প্রথম দু'টি ঢেউয়ের পরে শিক্ষাদীক্ষার দিকটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকুই। পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না, মোটের ওপর এই বিতর্কের চারপাশেই ঘুরেছে দেশের ২৫ কোটি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আইনপ্রণেতাদের চিন্তা।

এই পরিস্থিতিতে 'হাওয়া স্কুল' (স্কুল অফ দ্য এয়ার)-এর প্রসঙ্গ না এলেই নয়। অস্ট্রেলিয়ার 'দ্য বুশ' বা 'আউটব্যাক' অর্থাৎ অনুন্নত অঞ্চলে, যেখানে আধুনিক সব্যতার শোভা পৌঁছয়নি, সেখনাকার শিশুদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই 'হাওয়া স্কুল'। তাসমানিয়া এবং রাজধানী ক্যানবেরা ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই এই স্কুল রয়েছে। ১৯৫১ থেকে শুরু করে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এসব স্কুলে উচ্চ কম্পাঙ্কের রেডিও-ব্যবস্থার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখানোর কাড চলত। এই বিশেষ রেডিও -ব্যবাস্থায় কথা বলা যেত দু'তরফেই, অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ছিল উভমুখী যোগাযোগের ব্যবস্থা। ছিল ডাকযোগে বইপত্র বা উত্তরপত্র পাটানোর সুব্যবস্থা।

তার জায়গা এখন নিয়েছে আন্তর্জাল, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে শিক্ষকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ। সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা চারটি স্টুডিওতে পাঠদান করেন বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকরা, আর নিজের নিজের ঘরে বসে সেই ক্লাস করে পড়ুয়ারা। আর ইমেল বা সাধারণ শিক্ষকদের পাঠায় লেখাপড়ার কাজ। এভাবেই মূল্যায়নও চলে।

এই অতিমারী আমাদের দেশের ক্ষেত্রে 'ডিজিট্যাল ডিবাইড'-এর গভীরতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে দূরদর্শন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি তরফে নানা পথে চলছে পড়াশোনা পৌঁছে দেওয়ার কাজ। দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে স্মার্টফোন ও ইন্টারন্টে পরিষেবা ভোগী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার যথাক্রামে ৫৫ ও ৪৩ শতাংশ। এই অবস্থায় সরকারের এই চেষ্টার সুফল গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীর কাছে কতটা পৌঁছতে পারছে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট।

উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারত সম্ভবত একমাত্র দেশ, যেখানে পড়াশোনা পৌঁছে দেওয়ার কাজে, বিশেষ করে বিদ্যালয়ের পড়াশোনার রেডিওর ব্যবহার প্রায় হচ্ছে না। অথচ বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি রিপোর্টে লক্ষণীয়, যেসব দেশে ইন্টরনেটের ভেদন খুব গভীর নয়, সেখানে শিক্ষা প্রসারে রেডিও অতি প্রচলিত। আফ্রিকার মালে আর কেনিয়াতে শিশুরা ব্যবহার করছে ইউনিসেফের দেওয়া সৌরশক্তিচালিত রেডিও।

শুধু ইন্টারনেট তাকলেই তো চলবে না। তা ব্যবহার করতে চাই ট্যাব বা কম্পিউটারের মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও। এই সরঞ্জাম যদি ওই পূর্বাল্লেখিত ৫ কোটি ছাত্রের কাছে পৌঁছে দিতে হয়, তার খরচ বিপুল। অন্যদিকে রেডিও, সুলভ। স্বল্পমূল্যে মোবাইলেও এফএম প্রচারতরঙ্গ মেলে। ফলে হ্যায়া স্কুলের আয়োজন এদেশে বিপ্লব আনতে পারবে শিক্ষাক্ষেত্রে। প্রকারণে বদল ঘটিয়ে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে এই কথা যেমন সত্য, তেমনই আর একটি সত্য হল প্রকরণেই মূল সমস্যা বা সমাধানকে সীমাবদ্ধ রাখলে ফল ফলবে না। পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি আজ নয়, কাল তৈরি হবেই, কিন্তু এই দেশের মানুষ সেই অর্থনীতিকে চালনা করবেন, না কি তাকে নব নব প্রাণের সমিধ জোগাবেন, তা ঠিক করে দেবে শিক্ষার প্রতি নীতি প্রণয়কাদের আজকের মনোভাব।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

টোকিওর রূপকথা

বোরিয়া মজুমদার

ভারতীয় মহিলা হকি টিমের খেলোয়াড় রানি রামপাল, সবিতা পুনিয়া এবং কোচ শোরার্ড মারিনের সাক্ষাৎকার আমি নিয়েছিলাম টোকিওতে আসার আগে। আমার যেসব শো খুব কম দর্শক দেখেছেন, তার মধ্যে একটি ছিল এই সাক্ষাৎকারটি। মহিলাদের হকি টিমের খবর রাখছি বলে অনেকে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল। সত্যি বলতে কী, তাঁরা সেমিফাইনালে পৌঁছবেন--- এমনটা আশা করে আমি তাঁদের সাক্ষাৎকার নিইনি। বরং আমি তাঁদের গল্পগুলো নথিভুক্ত করে রাখতে চেয়েছিলাম। কারণ যারা খেলাধুলো করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের জন্য এঁরা এক একজন অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারেন।

আর এখন গোটা দেশ সাক্ষাৎকার নিতে চায় রানি রামপালের সবিতা পুনিয়ার এবং অবশ্যই বন্দনা কাটারিয়ার । টোবিওতে এই মেয়েরা যা অর্জন করেছেন, তা রূপকথার চেয়ে কম কিছু নয়। পুরুষদের খেলা থেকে মেয়েদের খোলা--- এই যাত্রার মাঝখানে ভারতীয় হকি সাবালক হয়ে উঠল টোকিওতে এসে, গোটা দেশকে বাধ্য কররল বসে খেলা দেখতে। হঠাৎ করে সকলে হকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই রানি রামপাল ও সবিতা পুনিয়া খবরের কাগজের সামনের পাতায় উঠে এলেন এবং আমাদের যেসব সংবাদ সম্পাদক খেলাধুলোর বিষয়ে কিছু জানতেন না, তাঁরা আচমকা হয়ে উঠলেন হকি -বিশেষজ্ঞ।

হকি ভারতীয় অলিম্পিককে একটা নবজন্ম দিল। ভারত এই মুহূর্তে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে সিরিজও খেলছে ইংল্যান্ডে, কিন্তু জাতীয় টেলিভিশনে অগ্রাধিকার পাচ্ছে অলিম্পিক। সবক'টি খবরের কাগজে আমাদের অলিম্পিয়ানদের কৃতিত্বের প্রতিবেদন ছাপছে প্রথম পাতায়। দেশ কাঁদছে রানি ও সবিতার সঙ্গে। আমাদের ক্রীড়া সাংবাদিকদের কাজের নতুন মানে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই অলিম্পিকে। ভারতীয় খেলাধুলোর পক্ষে একটি দুর্বল অলিম্পিক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারত, ক্রীড়া সাংবাদিকতার পক্ষেও তা খুব ভাল হত না। কোভিড ক্রীড়া সাংবাদিকদের ব্যাপক ধাক্কা দিয়েছিল। বিশ্বজুড়ে খেলাধুলো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। বেশিরভাগ সংবাদ প্রতিষ্ঠান স্পোর্টস ডেস্কে ছাঁটাই চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং ক্রীড়া সাংবাদিকদের 'অনাবশ্যক' মনে করছিল। যারা এটা করেনি, তারা বহু ক্রীড়া সাংবাদিকের বেতন কাটছাঁট করেছে। আর কিছু প্রতিষ্ঠান তো আছেই, যারা খেলাধুলোর প্রতিবেদন না করার ব্যাপারেই বদ্ধপরিকর, বরং গলার শির ফুলিয়ে চিৎকার করে প্রাইম টাইম টেলিভিশনে অর্থহীন রাজনৈতিক বিতর্ক আয়োজন করতে তারা বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু টোকিওতে হকি যা করল, তাতে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলি বাধ্য হল খেলাধুলোর খবর করতে। গোটা দেশ যখন পুরুষ ও মহিলা হকি খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তখন এইসব প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলোর দিকে নজর দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না আর কোনও। আর গুটিকয় প্রতিষ্ঠান—যাদের একনও ভাল স্পোর্টস ডেস্ক রয়েছে, তারা ছাড়া বাকিরা নিজেদের হাসির খোরাকে পরিণত করল। উদাহরণস্বরূপ বল াযায় কয়েকজন সাংবাদিকের কথা, যাঁরা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে খোখো কোচদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হকি কোচের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে ভেবে। আর যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে, তাঁদেরও কোনও ধ্যানধারণা নেই যে কেন তাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা দিব্যি খ্যাতির ঝলক উপভোগ করেছেন।

হঠাৎ করে সবক'টি চ্যানেলের মনপ্রীতি সিং ও রানি রামপালের সাক্ষাৎকার চাই। প্রাইম টাইমের নিউজ অ্যাঙ্কররা হঠাৎ করেই হকি এবং অলিম্পিকে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। মজার ব্যাপার, ঠিক যে মুহূর্তে এঁরা প্রত্যেকে আবার যথাস্থানে ফিরে যাবেন। তারপর আর তাঁদের অলিম্পিক নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও থাকবে না।

এই প্রবণতাটাই আমাদের এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলোর ভক্ত হিসাবে, লেখক সাংবাদিক গবেষক হিসাবে এই আবহটা আমাদের ধারে রাখা উচিত। টোকিও অলিম্পিক থেকে আমার পাওনা এটুকুই, এরপর অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা শুধুই আর আইপিএল খেলতে চাইবে না, তারা হকিও খেলতে চাইবে। একমাত্র তাহলেই তো অলিম্পিকে মেডেল জেতার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা উপার্জনও করা যাবে পুরস্কার হিসাবে।

টোকিওতে ব্রোজ মেডেলের জন্য মেয়েদের হকি টিমের অফ গেম চলাকালীন রিংসাইডে কী ঘটছিল সেটা একটু আপনাদের জানানো যাক। এই প্রথমবার, ছেলেদের সম্পূর্ণ টিম উপস্থিত থেকে মেয়েদের জন্য হর্ষধ্বনি দিল। যে সময় মেয়েরা পরাজিত হয়েছেন এবং সান্ত্বনা নেওয়ার অবস্থাতেও আর নেই, সে সময় তাঁদের ড্রেসিংরুমে ফিরে যাওয়াকে উদ্‌যাপন করলেন ছেলেরা, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে। সেই মুহূর্তে আমার ভারতের জন্য আমার আনন্দ হচ্ছিল। আমি যখন কোচ শোয়ার্ড মারিনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মেয়েরা আসলে অনেক কিছুই তো জিতে ফিরছে, তাই না?— তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ''হ্যাঁ হয়তো আমরা মেডেল জিততে পারলাম না, কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েরা আরও বড় জয় পেয়েছে। তারা কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জিতে নিয়েছে, দেশের লাখ লাখ মেয়েকে অনুপ্রাণিত করেছে'', বললেন মারিন। শীর্ষ কোচের ভূমিকা থেকে তিনি অব্যাহতি নিচ্ছেন, কিন্তু সততই এই টিমকে সে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে---যেখান থেকে শুধুই উত্তরণ সম্ভব।

এই খেলার আরেকটা বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই মেয়েদের কাছে জেতাটাই ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। ২০১৬-র 'রিও অলিম্পিক'-এ সোনার মেডেল জেতা গ্রেট ব্রিটেনের কাছেই তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন গ্রুপ স্টেজে এবং সেমিফাইনালে ওঠার কোনও সুযোগই ছিল না তাঁদের কাছে। কিন্তু এখানেই তো খেলাধুলোর আসল আকর্ষণ, তাই নয় কি? খেলাধুলো আসলে জীবন্ত। কঠোর এবং কঠোরতর পরিশ্রমের মাধ্যমে সবকিছু অর্জন করা যায়। ০-২ তে পিছিয়ে থাকা ভারত বিরাতিতে গিয়ে পৌঁছল ৩-২তে। সত্যি বলতে বিশ্বাসই হয় না যেন। যদিও তাঁরা ৩-৪ এ পরাজিত হয়েছেন, তাও গোটা দেশ তাঁদের উদ্‌যাপন করছেন। কিন্তু তাঁরা খুশি নন। তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, যে, তাঁরা ব্রিটেনকে হারাতে পারতেন। ভারতের জন্য এটাই, বিশ্বাসটাই বোধহয় এই খেলা থেকে সবচেয়ে বড় পাওনা। হকির উপর আমরা বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছি। টেবল টেনিসে আমরা বিশ্বসেরাকে এখন পরাজিত অস্তিত্ব টের পাইয়েছি। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অবশেষে ফাইন

দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের। এবার এক ধাক্কায় ১৪.২ কেজি ভর্তুকিহীন সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২৫ টাকা। মঙ্গলবার থেকেই কার্য্যকরী হতে চলেছে নয়া দাম। দাম বাড়ার ফলে এখন সিলিন্ডার পিছু ৮৮৬ টাকা ব্যয় করতে হবে গ্রাহকদের।

জানা গিয়েছে, করোনা আবহে চলতি বছরের শুরুতে সিলিন্ডার পিছু মূল্য ছিল ৭০৭ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ৮ মাসে রান্নার গ্যাসে সিলিন্ডার পিছু বৃদ্ধি হওয়া টাকার পরিমাণ ১৭৯ টাকা! গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কথা স্বীকার করে নিয়ে অল ইন্ডিয়া গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিপুল পুরোহিত জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকে ভতুর্কিহীন সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে (১৪.২ কেজি) ২৫ টাকা করে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার

সিএএ কতটা জরুরি বুঝিয়ে দিল আফগানিস্তান, মন্তব্য কঙ্গনার

মুম্বাই, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ফের বিতর্কে চলে এলেন বলিউডের বিতর্ক কুইন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। আফগানিস্তান নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ফেললেন তিনি। তাঁর মতে, সিএএ কতটা জরুরি বুঝিয়ে দিল আফগানিস্তান। তালিবানের দখলে আফগানিস্তান। গোটা দুনিয়া দেখছে তালিবানদের তাণ্ডব। কাবুলের অন্দরের ছবি চমকে দিচ্ছে। অসহায় মানুষদের আর্তনাদ, বাঁচার তাগিদ, ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিশ্ববাসীর। সামাজিক মাধ্যমেও সমালোচনার ঝড়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইনস্টাগ্রামে কঙ্গনা লিখলেন, তালিবানের ভয়ে কাঁপছে গোটা আফগানিস্তান। দেশ ছাড়তে মরিয়া আফগানরা। প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের সম্বলটুকু নিয়েই ঝুঁকি নিয়ে সীমানা পার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণের এই প্রচেষ্টার বীভৎস রূপ গত কয়েকদিন থেকে দেখছে গোটা দুনিয়া।ইনস্টাগ্রামে কঙ্গনা লিখলেন, "আফগানিস্তানের এ সময় আমাদের প্রয়োজন। প্যালেস্তাইন মুসলিমদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হচ্ছে আফগান মুসলিমরা। যাঁরা এ ধরনের আচরণকে সমর্থন জানিয়ে চিৎকার করছেন, তাদের একটা কথাই বলতে চাই। আমাদের দেশের সরকারকে ধন্যবাদ যে তারা নাগরিকত্ব আইনের প্রস্তাব এনেছেন। এর ফলে প্রতিবেশী ইসলামিক দেশগুলি থেকে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন পার্সি, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাঁচার রাস্তা পাবেন।" ইনস্টাগ্রামে আফগানিস্তানের প্রসঙ্গ তুলে এর পক্ষে ফের প্রশ্ন তুলে কঙ্গনা আরও জানিয়েছেন, "আফগানিস্তানকে যদি রক্ষা করতে পারতাম তাহলে তো ভালই হতো। তবে হ্যাঁ, মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের আমরা রক্ষা করতে পারব সেটাই সান্ত্বনা। আফগানিস্তানের জন্য সব সময় প্রার্থনা করব।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দেশে করোনা সংক্রমণের হার কমায় ভারতীয়দের জন্য বিধিনিষেধ শিথিল করল মার্কিন সরকার

ওয়াশিংটন, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : দেশে করোনা সংক্রমণের হার কমায় এবার ভারতীয়দের জন্য বিধিনিষেধ শিথিল করল মার্কিন সরকার। ভ্রমণের বিধিনিষেধেও পরিবর্তন আনল মার্কিন প্রশাসন। আকাশপথে যোগাযোগের বিধিনিষেধ শিথিল করলেও, টার্কিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জারি করল মার্কিন সিডিসি ও স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার পরই গত ৩০ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতে যাত্রার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। বলা হয়েছিল, মার্কিন নাগরিক নন, এমন কেউ যদি ভ্রমণের ১৪ দিন আগে ভারতে গিয়ে থাকেন, তবে তারা আমেরিকায় প্রবেশ করতে পারবেন না। মার্কিন নাগরিকদের ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। এবার সেই নিয়ম কিছুটা শিথিল করল মার্কিন সরকার এদিকে টার্কিতে যে হারে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিকা। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের তরফে টার্কিকে করোনা সংক্রমণের লেভেল-৪ এ চিহ্নিত করা হয়েছে, যার অর্থ সেখানে সংক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের তরফেও একইভাবে লেভেল-৪ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যেখানে টার্কিতে ভ্রমণ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রয়াত মিজোরামের বিধায়ক অ্যান্ড্রু লালথাংলিয়ানা

আইজল, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : অকালে প্রয়াত হয়েছেন মিজোরামের বিধায়ক অ্যান্ড্রু এইচ লালথাংলিয়ানা। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬:৩৫ মিনিটে আইজলের বেসরকারি এবেনেজার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম) নেতা তথা তুরিয়াল আসনের বিধায়ক অ্যান্ড্রু এইচ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী এবং তিন সন্তান।

জানা গেছে, বিধায়ক অ্যান্ড্রু এইচ লালথাংলিয়ানা লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা, বিধানসভার অধ্যক্ষ লিলরিনলিয়ানা সাইলো, উপাধ্যক্ষ লিলরিনাওমা, অন্যান্য বিভিন্ন দলের বিধায়ক সহ নিজের দল জোরাম পিপলস মুভমেন্টের বিভিন্ন পদমর্যাদার নেতা-কর্মী এবং তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের আমজনতা।

আগামী ২২ আগস্ট থেকে পুনরায় চালু হচ্ছে দিল্লি-ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : প্রায় চার মাস উড়ান চলাচল বন্ধ থাকার পর আগামী ২২ আগস্ট থেকে পুনরায় চালু হচ্ছে দিল্লি-ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা। কলকাতা থেকেও ঢাকাগামী বিমান পরিষেবা চালু হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

গত সপ্তাহেই বাংলাদেশের অসামরিক উড়ান মন্ত্রকের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল ভারতের সঙ্গে বিমান চলাচল যেন ফের একবার শুরু করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে দিল্লি ও কলকাতা সংযোগকারী বিমান চালানো সম্ভব কিনা, সে বিষয়েও কেন্দ্রীয় উড়ানমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা। এরপরই সমস্ত দিক বিচার করেই আগামী ২২ অগস্ট থেকে দ্বি-পাক্ষিক এয়ার বাবল চুক্তির অধীনে অল্প সংখ্যক বিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতিই দিল্লিতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার মহম্মদ ইমরান বলেন, "১১ আগস্ট থেকে আমরা এয়ার বাবল চুক্তির অধীনে দুই দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা চালুর আবেদন জানিয়েছি। এবার ভারত সরকার সমস্ত দিক বিচার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং বিমান চালুর দিনক্ষণ স্থির করবে।" জবাবে দিল্লির তরফেও জানানো হয়েছিল, সিদ্ধান্তটি বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে শীঘ্রই বিমান পরিষেবা চালু করা হবে। এরপরই এদিন অসামরিক উড়ান মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে বিমান পরিষেবা সচল করার ঘোষণা করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সুস্মিতা দেবের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী পদ ও দলত্যাগ একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা : অসম প্রদেশ কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী পদে ছিলেন, এমতাবস্থায় সুস্মিতা দেবের হঠাৎ করে পদ ও কংগ্রেস ত্যাগ করার বিষয়কে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা এ প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে প্রেরিত লিখিত এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হিসেবে সুস্মিতা দেব দেশের লক্ষ লক্ষ মহিলাকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও তাঁর কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেত্রী সুস্মিতার আচমকা পদত্যাগ দলের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন ববিতা শর্মা।

তিনি বলেন, সুস্মিতার নেতৃত্বে এবং কর্মদক্ষতার প্রতি সম্মান জানিয়ে দল তাঁকে অনেক সুযোগ দিয়েছিল। কংগ্রেস দল সর্বদাই যুব সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। সেই ধারা অব্যাহত রেখেই দল কম বয়সেই সুস্মিতাকে বিধায়ক এবং সাংসদ নির্বাচিত করে জনগণের সেবার সুযোগ করে দিয়েছিল। সুস্মিতা দেবের প্রয়াত পিতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রভাবশালী নেতা সন্তোষমোহন দেব প্রাক্তন দুই প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রয়াত রাজীব গান্ধীর আমলে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের নিদর্শন রেখেছিলেন। জীবদ্দশায় বরাক উপত্যকা সহ সমগ্র অসমের রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। এমন একজন অদম্য প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার কন্যা সুস্মিতার দলত্যাগ সত্যিই এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া সেলের চেয়ারপার্সন ববিতা শর্মা। অবশ্য কংগ্রেসে পক্ষ থেকে সুস্মিতার নতুন দলে সাফল্য কামনা করা হয়েছে। সুস্মিতা দেব সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যাতে নতুন দলে সত্যিকার অর্থেই নেতৃত্ব দিয়ে আগামী দিনে জনগণের সেবা করে যেতে পারেন, প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে দলের পক্ষ থেকে এই আশা প্রকাশ করেছেন ববিতা।

ম্যাঙ্গালুরুতে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন আশঙ্কায় আত্মহত্যা দম্পতির

ম্যাঙ্গালুরু, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়েছি, এই সন্দেহ ও আশঙ্কায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক দম্পতি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালুরুতে।আত্মহত্যা করার আগে ওই ব্যক্তি ম্যাঙ্গালুরু সিটি পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি জানানোর জন্য ফোন করেছিলেন।

এদিকে একটি সুইসাইড নোট রেখে যান ওই দম্পতি। এর পাশাপাশি নিজেদের শেষকৃত্যের জন্য এক লক্ষ টাকাও। এমনটাই জানিয়েছেন ম্যাঙ্গালুরু সিটি পুলিশ কমিশনার এন সুশীল কুমার। তিনি আরও বলেন, আত্মহত্যার কিছুক্ষণ আগে ওই ব্যক্তি ফোন করেছিলেন। ফোন করে জানান, তাঁরা আত্মহত্যা করতে চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকর্মীরা তাঁদের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করে ফেলেছেন দম্পতি। আমরা তাঁদের বাঁচাতে পারিনি। প্রসঙ্গত, ২০০০ সালে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। কোনও সন্তান নেই। এই কারণেও তাঁরা বিগত কয়েক বছর ধরে অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মঙ্গলবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

কাছাড়ে চারটি প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম ঘোষিত, বাকি ৬০টির অগ্রগতি দেখতে 'দৃষ্টি' মোবাইল অ্যাপ চালু

শিলচর (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলায় চারটি প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রামের নাম ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক কীর্তি জল্লি। আজ মঙ্গলবার শিলচরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত জনপ্রতিনিধি পঞ্চায়েত কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই ঘোষণা করেছেন জেলাশাসক।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, প্রস্তাবিত ৬৪টি প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রামের মধ্যে চারটি গ্রামের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই আজ তাপাং ব্লকের বর্ষামঙ্গল গ্রাম, শ্রীকোণা গ্রান্ট, বড়ঝালেঙ্গা ব্লকের নয়াগাঁও গ্রাম এবং সোনাই ব্লকের তোলারগ্রাম দ্বিতীয় খণ্ড, এই চারটি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সভায় জেলাশাসক কীর্তি জল্লি জানান, কাছাড়ে প্রস্তাবিত আরও ৬০টি আদর্শ গ্রাম গঠনের কাজ চলছে। এগুলোর কাজকর্ম মনিটরিংয়ের জন্য 'দৃষ্টি' নামের একটি অ্যাপও আজ উদ্বোধন করেছেন জেলাসাসক।

জেলাশাসক জানান, ঘোষিত এই চারটি আদর্শ গ্রামে উন্নতমানের কাজ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে জাতীয় স্তরে কাছাড় জেলাকে সেরা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জানান, এই আদর্শ গ্রামগুলিতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টিকর আহার বিতরণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন মেরামতি, রাস্তা নির্মাণ, ফিশারির ব্যবস্থাপনা, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, বৈদ্যুতিক আলো ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সুবিধা গ্রামবাসীদের জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আদর্শ গ্রাম গঠনের সময় বিভিন্ন বিভাগের কনভারজেন্স বা সমন্বয়ের এবং সামগ্রিক উন্নয়নের বাকি টাকা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

কীর্তি জল্লি বলেন, দৃষ্টি অ্যাপের মাধ্যমে বাকি ৬০টি গ্রামের প্রজেক্টগুলির বর্তমান অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি জানা যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবদের আদর্শ গ্রামগুলির কাজে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ জানান জেলাশাসক। অনুষ্ঠানে তিন বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম, কৌশিক রাই, দ্বীপায়ন চক্রবর্তী, সাংসদ প্রতিনিধি পুলক দাস এবং কাটিগড়া বিধায়কের প্রতিনিধি আদর্শ গ্রামগুলির দেখভাল করতে বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের যত্নশীল হওয়ার আবেদন জানান। অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সিইও অ্যালডারাড ফারহিন, ডিডিসি রাজীব রায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে কাজের খতিয়ান তুলে ধরে বলেন, ইতিমধ্যে আরও দশটি গ্রামে কাজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ঘোষিত চারটি আদর্শগ্রামের তথ্য তুলে ধরে তাঁরা জানান, ৬৪টি আদর্শ গ্রামের মধ্যে কাটিগড়া, ধলাই এবং বড়খলায় ১৬টি করে, লক্ষ্মীপুর এবং শিলচর বিধানসভা এলাকায় একটি করে গ্রাম রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / পুলক / সমীপ

সন্তোষমোহন দেবের আত্মা নিশ্চয়ই কাঁদছে সুস্মিতার কংগ্রেস-ত্যাগে প্রতিক্রিয়া সিদ্দেকের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রয়াত সন্তোষমোহন দেব আজ বেঁচে থাকলে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেতেন। মেয়ে সুস্মিতা দেবের কংগ্রেস ত্যাগের ঘটনায় তাঁর আত্মা নিশ্চয়ই কাঁদছে, শান্তিতে নেই দুঁদে কংগ্রেস নেতা সন্তোষমোহনের। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কংগ্রেসের প্রবীণ সংখ্যালঘু নেতা সিদ্দেক আহমেদ সুস্মিতার কংগ্রেস-ত্যাগের ঘটনায় এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তাঁর প্রয়াত বাবা সন্তোষমোহন দেবের মেয়ে সুস্মিতা কংগ্রেসের কাছে চির ঋণী। কংগ্রেস তাঁকে প্রথমে বিধায়ক এবং পরে সাংসদও বানিয়েছে। এমন-কি নিখিল ভারত মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদেও তাঁকে বসিয়েছিল। বাবা প্রয়াত সন্তোষমোহন দেব ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মা বীথিকা দেবও কংগ্রেস দলের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুস্মিতার পরিবারকে কংগ্রেস দল কী দেয়নি? এই প্রশ্ন তুলে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদ বলেন, সুস্মিতার পরিবার কংগ্রেস দলের কাছে চিরদিন ঋণী থাকবে। তবে হঠাৎ করে সুস্মিতার মতো একজন বিচক্ষণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের এমন সিদ্ধান্ত কোনও অবস্থায় মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না।

বাবা সন্তোষমোহন দেবের জীবদ্দশায় সুস্মিতা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বলে খেদ প্রকাশ করেন সিদ্দেক। কংগ্রেস থেকে এত কিছু পাওয়ার পরও, ঠিক কী কারণে সুস্মিতা দেব কংগ্রেস ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন, তা বুঝতে পারছেন না বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক সিদ্দেক আহমেদ।

সিদ্দেক বলেন, বরাকের লৌহমানব বলে পরিচিত প্রয়াত সন্তোষমোহন দেবেকে কংগ্রেস এক-দুবার নয়, সাত-সাতবার সাংসদ বানিয়েছিল। কংগ্রেসে টিকিটে শিলচর লোকসভা আসন থেকে পাঁচবার ও প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসন থেকে দু"বার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন সন্তোষমোহন দেব। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন রাজীব গান্ধী সরকারে পর্যটন এবং যোগাযোগ দফতরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন সন্তোষমোহন। ১৯৮৮-৮৯ সালে কেন্দ্রীয় গৃহ দফতরের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। ১৯৯১ সালে ইস্পাত দফতরের স্বতন্ত্র মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তৎকালীন মনমোহন সিং মন্ত্রিসভার একজন প্রবীণ মন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত সন্তোষমোহন দেব। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার পাশাপাশি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও কংগ্রেসের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসেবে লড়াই করে গিয়েছিলেন সন্তোষমোহন দেব। কোনওদিন কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কথা কল্পনায়ও আনেননি দলের বহু যোদ্ধার সেনাপতি প্রয়াত সন্তোষমোহান দেব।

এমন এক প্রবাবশালী ব্যক্তির কন্যা শুধুমাত্র ক্ষমতা লোভের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে মমতার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন! এটা কোনও অবস্থায় মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক সিদ্দেক আহমদ। তবে সুস্মিতার ভবিষ্যত রাজনৈতিক জীবন যাতে উজ্জ্বল হয়, সেজন্য অবশ্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

অসমে কোভিড-কারফিউয়ের সময়সীমা কমল, বুধবার থেকে নয়া এসওপি, আন্তঃজেলা জনপরিবহণে আংশিক শিথিল, জারি বিজ্ঞপ্তি

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : কোভিড পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হওয়ায় অসমে জারি করা হয়েছে নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি)। আগামীকাল বুধবার ১৮ আগস্ট ভোর পাঁচ (৫:০০)-টা থেকে বলবৎযোগ্য নয়া এসওপি আজ মঙ্গলবার জনতা ভবনে রাজ্যের গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব তথা অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার জ্ঞানেন্দ্রদেও ত্রিপাঠী, স্বাস্থ্য ও এএসডিএমএ-এর অন্য শীর্ষ আধিকারিকদের পাশে বসিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

নয়া এসওপি অনুযায়ী বেশ কিছু বিদ্যমান নিয়মাবলির পরিবর্তন করার পাশাপাশি কয়েকটি ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল রাতে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গত দুসপ্তাহের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেছে, রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সর্বশেষ পরিস্থিতির তথ্য তুলে ধরে নয়া এসওপি ঘোষণা করে তিনি জানান, গোটা রাজ্যে আরও একঘণ্টা শিথিল করা হবে কারফিউ। সে অনুযায়ী সব জেলায় পূর্ববর্তী ৬:০০টার বদলে রাত ৭:০০টা থেকে ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত বলবৎ হবে কারফিউ।

তিনি জানান, নয়া এসওপি অনুযায়ী প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:০০টা পর্যন্ত কার্যালয়-কর্মক্ষেত্র, হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ধাবা, ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিক্রয় কেন্দ্র, শোরুম, মুদি দোকান, ফলমূল ও শাক-সবজির দোকান খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

আন্তঃজেলা যাতায়তের ক্ষেত্রেও চলমান নিষেধাজ্ঞায় কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। সে অনুয়ায়ী গুয়াহাটি সহ কামরূপ মহানগর জেলা ছাড়া অন্য সব জেলায় কেবল ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল করতে পারবে। গুয়াহাটি থেকে বেসরকারি (ব্যক্তিগত) ও বাণিজ্যিক কোনও গাড়ি বের হতে পারবে না এবং প্রবেশ করতেও পারবে না। কেননা, গুয়াহাটি সহ কামরূপ মহানগর জেলায় এখনও আশানুরূপ কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। তিনি জানান, গণপরিবহণ / যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচলে পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

মন্ত্রী জানান, দৈনিক জোড়-বেজোড় (অড-ইভেন) নম্বরের যানবাহন চলাচলেও পূর্ববর্তী নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশ্য স্থানে আয়োজিত সভা-সমিতি, সামাজিক / সর্বজনীন অনুষ্ঠানে সর্বাধিক ২০০ জন মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রেক্ষাগৃহ বা সর্বজনীন সভাগৃহ ইদ্যাদি বন্ধ কক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মোট আসনের ৫০ শতাংশ মানুষকে অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিবাহ ইত্যাদি ঘরুয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সর্বাধিক ২৫ জন। এছাড়া অন্তিম সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে সর্বাধিক ২৫ জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নয়া এসওপিতে।

এভাবে কামাখ্যা মন্দিরে প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক ২০ জন ভক্তকে মাতৃদর্শনে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে দুই ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন-প্রাপ্তরা পাবেন মন্দির চত্বরে প্রবেশের সুযোগ। অন্যান্য ধর্মীয় স্থানে সর্বাধিক ১০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত জানান, নয়া এসওপি অনুযায়ী এমবিবিএস, বিএসসি নার্ছিং, ইঞ্জিনিয়ারিঙের চূড়ান্ত বর্ষ এবং জিএনএম-এর তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন শুরু করতে পারবেন। শ্রেণিকক্ষে পাঠ-গ্রহণের জন্য আগত ছাত্রছাত্রীদের কোভিড প্রতিষেধকের দুটি ডোজ অবশ্যই নিতে বলেছেন মন্ত্রী। এছাড়া অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পর্ব শুরু করতে বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

বিমানবন্দরে দুই ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বিমানযাত্রীরা পাবেন কোভিড টেস্ট থেকে রেহাই। পাশাপাশি বিমানবন্দরে কর্তব্যরত আধিকারিক-কর্মীদের দেখাতে হবে কোভিড টেস্টের সর্বশেষ নেগেটিভ রিপোর্ট।

তাছাড়া ভাদ্র মাস উপলক্ষ্যে রাজ্যের নামঘরগুলিতে নামকীর্তনের জন্য ৫০ শতাংশ ভক্ত-মহিলার সমাবেশে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোভিড প্রটোকল মেনে ভাদ্র মাসের নামকীর্তনে অংশগ্রহণ করতে হবে ভক্তদের। সরকারি কর্মচারীদের প্রসঙ্গে জানান, এখনও বহু কর্মচারী কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ নেননি। যাঁরা দ্বিতীয় ডোজ নেননি, তাঁদের শীঘ্র তা নিয়ে নিতে অনুরোধ জানান মন্ত্রী। আরও জানান, যে সকল আধিকারিক ও কর্মচারী কোভিড প্রতিষেধক নিয়েছেন, তাঁদের নিয়মিত নিজের নিজের দফতরে আসতে হবে। তাছাড়া যে সকল মহিলার ৩ বছরের নীচে শিশু রয়েছে, তাঁরা নিজেদের বাড়ি থেকে কাজ করবেন। পূর্ববর্তী নির্দেশে পাঁচ বছরের শিশুর কথা বলা হয়েছিল। তবে রাজ্যের সর্বস্তরের জনতাকে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার এবং দূরত্ব বজায় রাখতে আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

কৈলাসহর পুর পরিষদের এলাকায় বসবাসকারী সকল পরিবার, জন সাধারণ ও ব্যবসায়ীদের প্রতি কৈলাসহর পুর পরিষদের আবেদন :

সলিড ওয়েস্টমেনেজমেন্ট রুল ২০১৬, প্লাস্টিক ভায়েস্টমেনেজমেন্ট রুল ২০১৬, কনস্ট্রাকশন এবং ডিমোলিশন ওয়েস্ট মেনেজমেন্ট রুল ২০১৬ এবং মাননীয় গ্রীণ ট্রাইব্যুনালের রায়, ত্রিপুরা মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট (মেনেজমেন্ট এবং হোল্ডলিং) ক্লিনলাইনেস এবং সেলিটেশন রুল ২০১৯ অনুসারে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অবশ্যই পালনের জন্য কৈলাসহর পুর পরিষদের অন্তর্গত সমস্ত ওয়ার্ডে বসবাসকারী পরিবার, জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের প্রতি কৈলাসহর পুর পরিষদের আবেদন :

১) কোন ধরনের আবর্জনা রাস্তাঘাটে, ড্রেনে, ছড়া, নদী, মাঠে ইত্যাদি জায়গায় ফেলা যাবে না।
২) বাড়ি ঘরে সৃষ্ট আবর্জনা কোথাও ফেলা যাবে না, বাড়ি ঘরে সৃষ্ট আবর্জনাকে পচনশীল ও অপচনশীল দুই ভাগে ভাগ করে সুবিধামত দুটি পাত্রে রাখতে হবে।
* পচনশীল আবর্জনাগুলি হল প্রধানত রান্নাঘরে সৃষ্ট আবর্জনা। যেমন তরিতরকারীর কাটার পর খোসা বা অবশিষ্ঠাংশ রান্না করা বা অরন্ধন করা খাবারের অবশিষ্ঠাংশ, ফল-মূলের খোসা বা অবশিষ্ঠাংশ ইত্যাদি এক পাত্রে রাখতে হবে।
* অপচনশীল আব

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

খাবারের পাতে রাখুন ভেজিটেবিল প্যানকেকে, বাড়বে ইমিউনিটি

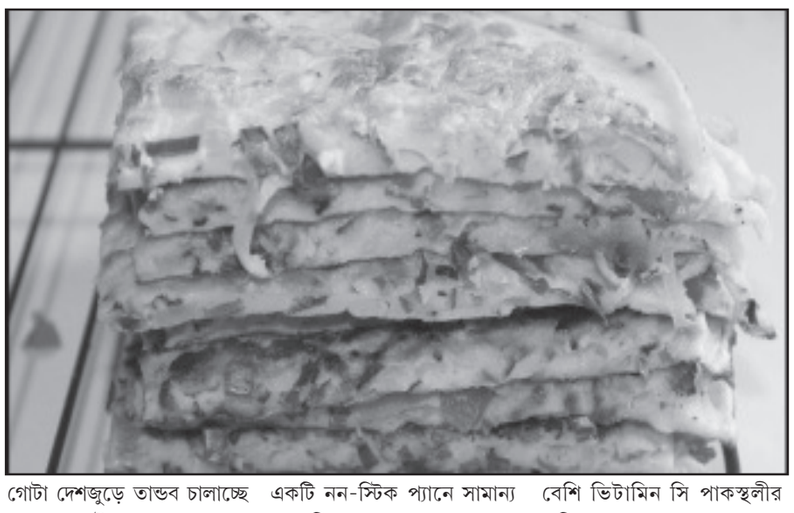

গোটা দেশজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে করোনা ভাইরাস। মানুষ বনাম ভাইরাসের যুদ্ধে এখনও অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এই ভাইরাস। তবুও দেশের বহু মানুষ প্রতিটা দিন হার না মানার লড়াই করে চলেছে। আবার অনেকে রয়েছে যারা ইতিমধ্যে ভাইরাসের কাছে হার মেনে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়েছে। মহামারীর এই কঠিন সময়ে স্বাস্থ্য ভালো রাখাটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে সকল মানুষের কাছে। প্রতিটা দিন অতিবাহিত করাটাই যেন এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আমাদের সকলের মানসিক সুস্থ্যতার সঙ্গে স্বাস্থ্য ভালো রাখা খুব দরকার। তার কারণ স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং তা হলে সহজে শরীরে দানা বাঁধবে করোনা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য একটা ভালো ডায়েট মেনে চলা উচিত সকলকে। একটা সঠিক ডায়েট অনেক পরিমাণে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে থাকে। যেমন পনিরের স্যুপ হোক কিংবা মটরশুটির স্যালাড মহামারীর সময়ে এগুলি খুব উপকারী। তবে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর তালিকায় আরও একটি মেনু আমারা যুক্ত করতে পারি। গাজর, পেঁয়াজ দিয়ে তৈরি ভেজিটেবিল প্যানকেক যা স্বাদের সঙ্গে আমাদের শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। এর পাশাপাশি এই প্যানকেক খাওয়ার জন্য একটি চাটনি পাতে রাখা যেতে পারে, যা থেকেও মিলতে পারে ইমিউনিটি। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই প্যানকেক তৈরি তে কী কী উপাদানের প্রয়োজন এবং কী ভাবে এটা তৈরি করতে হবে।

উপকরণ: ১/৪ কাপ গাজর ১/৪ কাপ শাক, ১/৪ কাপ বাঁধাকপি, ১/৪ কাপ পেঁয়াজ, ১/৪ কাপ ধনে পাতা, ২ টো কাঁচা লঙ্কা , এবং ১ ইঞ্চি আদা, ৭৫ গ্রাম আটা, ২৫ রাম ছাতু, ২৫ গ্রাম বেসন, ২৫ গ্রাম ওটস, ১ কাপ দুধ, ২ টো ডিম, ২ চামচ রিফাইন তেল, ১/২ চামচ বেকিং সোডা, ১/২ চামচ কালো মরিচ গুঁড়ো, ১/২ চামচ জিরে গুঁড়ো, সাদা তেল ১ চামচ এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন। অন্যদিকে প্যানকেকের সঙ্গে চাটনির উপকরণের জন্য তালিকায় রাখতে হবে ১ চামচ কুমড়ো বীজ, ১ চামচ (সাদা) তিলের বীজ, এক মুঠো পুদিনা, ২ চামচ দই, ২ টো কাঁচা লঙ্কা, ২ টো রসুন।

কীভাবে বানাবেন: ময়দা, ওটস, ছাতু, লবণ, হলুদ, বেকিং পাউডার, জিরে গুঁড়ো এবং গোলমরিচ গুঁড়ো সহ সমস্ত গুঁড়ো উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে কেটে নিতে হবে বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, শাক, কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা, গাজর (ঙ্খথন্দ্রষ্ঠ) এবং আদা। এর পরে ময়দা মিশ্রণে এই সমস্ত উপাদান দিয়ে তার মধ্যে দুধ এবং ডিম যুক্ত করে তা ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে মিশ্রনে যুক্ত করা যেতে পারে কয়েক চামচ দুধ। কমপক্ষে ১০ মিনিট মিশ্রনটি রেখে দেওয়ার পর একটি নন-স্টিক প্যানে সামান্য তেল দিয়ে তা আলতো করে ছেড়ে দিতে হবে গরম তেলের ওপরে। সোনালি বাদামি রঙ এলে উল্টোদিকটি ভেজে নিন। চাটনি তৈরির জন্য সব উপকরণ পিষে নেওয়ার পর তাতে দই যুক্ত করতে হবে এবং ভালভাবে তা মেশাতে হবে।

উপকার: ভেজিটেবিল প্যানকেকে প্রোটিন, সমস্ত ধরণের খনিজ, ভিটামিন এবং জটিল শর্করা সহ সমস্ত পুষ্টি রয়েছে। এছাড়া ডিম, ছোলা ময়দা, দই এবং দুধের প্রচুর প্রোটিন রয়েছে যা কোভিড রোগীদের ক্ষেত্রে উপকারী। কাঁচা লঙ্কা, হলুদ, জিরে, তিলের বীজ এবং রসুনের মতো মশলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন! সাবধান, নাহলে বিপদ

বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন।

নয়াদিল্লি: শুধুমাত্র করোনা থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী া দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে।

ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে।

কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

করোনাকালে আপনার ফুসফুস কতটা শক্তিশালী, জানতে বাড়িতেই করুন ছোট্ট পরীক্ষা

করোনা সংক্রমিত হওয়ার ৫ থেকে ৬ দিন পর ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণগুলো দেখা যায়।

নয়াদিল্লি: করোনাভাইরাসের ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত হয়ে অনেকেই মারা যাচ্ছে। মারণ এই ভাইরাসের কারণে ফুসফুস আগে সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে রোগীদের শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন যে, করোনার নতুন মিউট্যান্টটি বেশ বিপজ্জনক, এর সংক্রমণ প্রথমে গলায় হয়। এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকে তবে ভাইরাসটি সরাসরি গলা থেকে ফুসফুসে পৌঁছায়। করোনা সংক্রমিত হওয়ার ৫ থেকে ৬ দিন পর ফুসফুস সংক্রমণের লক্ষণগুলো দেখা যায়। এমন পরিস্থিতিতে ফুসফুস কতটা স্বাস্থ্যকর এবং শক্তিশালী তা সকলের পক্ষে জানা জরুরি। সাধারণত ফুসফুসের অবস্থা জানতে এক্স-রে করা উচিত। তবে আমরা এমন একটি পরীক্ষার কথা বলব যা বাড়িতে বসেই খুব সহজে করতে পারবেন। এবং নিমিষে জানতে পারবেন আপনার ফুসফুস কতটা শক্তিশালী।

সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টার বেশি কাজ নিজের অজান্তেই ডেকে আনছেন বিপদ

কর্মহীন থাকলে ঘিরে ধরে মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা, খিটখিটে ভাব সহ আরও কত রোগ জেনেভা : কথায় বলে 'কর্মই ধর্ম'। কাজ ছাড়া যেমন পেট চালানো দায় তেমনই কাজের মধ্যে না থাকলে মন ভালো থাকে না। একটানা কর্মহীন থাকলে ঘিরে ধরে মানসিক অবসাদ, অনিদ্রা, খিটখিটে ভাব সহ আরও কত রোগ। ফলে বেঁচে থাকতে হলে জীবন ও জীবিকার জন্য কাজ একান্ত জরুরি। কিন্তু এই অতিরিক্ত কাজের চাপ নিজের অজান্তে আপনার জীবনে বিপদ ডেকে আনছে না তো? হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন 'বিপদ।' কাজের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে নানা বিপদ।

এতদূর পড়ে হয়ত আপনি ভাবতে পারেন যে, কাজ করলে শরীর মন সব ভালো থাকে। সারাদিন যারা শারীরিক কসরত করার সময় পান না কাজের মধ্যে দিয়েও অনেকটা ব্যায়াম হয়ে যায়, সুফল মেলে। তাহলে বিপদ কথাটি কোথা থেকে আসছে?

কিন্তু জানেন কি, অতিরিক্ত কাজ করলে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক সহ নানারকম শারীরিক

সমস্যা। যারফল সুদূরপ্রসারী। সম্প্রতি একটি গবেষণায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ঢছঞ্জ) তরফে দাবি করা হয়েছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করা বা বিরামহীন ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যাওয়ার ফলে এক বছরে অন্তত কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। আর করোনাকালে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের (ঢদ্রন্দ্ধ চন্দ্রদ্ধ ছদ্রদ্বত্র) দৌলতে সেই সংখ্যাটা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক এনভায়রনমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০১৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘসময় ধরে কাজ করার ফলে অন্তত ৭৪৫,০০০ মানুষ মারা গিয়েছেন। যারা প্রত্যেকেই স্ট্রোক রোগে প্রাণ হারিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালের তুলনায় সেই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশ। এই বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টর মারিয়া নীরা বলেছেন, "প্রতি সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির।" গবেষণায় তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি কাজ করেন ৭২ শতাংশ পুরুষ মানুষ। এদের মধ্যে মধ্যবয়সী ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশি। এছাড়াও তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে, এরফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস করা লোকজন যেমন, চিনজাপান এবং অস্ট্রেলিয়াবাসীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

এই বিষয়ে ১৯৪ টি দেশের কর্মরত নাগরিকদের উপর করা গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সপ্তাহে ৫৫ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে কাজ করলে একজন ব্যক্তির স্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে ৩৫ শতাংশ এবং ৩৫ থেকে ৪০ ঘণ্টা কাজ করলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকে ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে প্রকাশিত এই সমীক্ষাটি ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত চালানো হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই এই ফলাফল প্রকাশিত হয়। যদিও বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে যেভাবে আর্থিক মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে গোটা বিশ্ব তাতে কাজের চাপ বাড়ায় এই সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই একবছরে ওয়ার্ক ফ্রম হোম হোক বা অফিস কর্মরত মানুষের মধ্যে ৯ শতাংশ ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানানো হয়েছে। যদিও মহামারীর এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় কর্মীদের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ বাড়ানো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন হু' প্রধান। এছাড়াও মারিয়া নীরা জানিয়েছেন যে, কীভাবে কর্মীদের উপর কাজ চাপ কমানো যায় সে বিষয়েও একটি ক্যাম্পিং করা হবে।

প্রোটিন কমাতে পারে ওজন! কি ভাবে জেনে নিন

ওজন বৃদ্ধি এখন অনেকের জীবনেই প্রধান সমস্যা। কলকাতাঃ ওজন বৃদ্ধি এখন অনেকের জীবনেই প্রধান সমস্যা। ওজন বৃদ্ধির ফলে ডায়াবেটিস , উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি নানা রকম রোগ ডেকে আনে। তাই অপ্রয়োজনীয় কমিয়ে ফেলা স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়। ওজন কমাতে শরীর চর্চা থেকে খাদ্যাভ্যাসের নিয়ন্ত্রণ কত কিছুই না আমরা করে থাকি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না প্রোটিন কমাতে পারে ওজন। প্রোটিন মানবদেহে প্রয়োজনীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা কোষের পুনঃবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে একজন মানুষের সুস্থ থাকতে নিয়মিত ০.৮ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করা প্রয়োজন। যখন আপনি ওজন কমানোর জন্য খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করছেন তখন তাতে প্রোটিনের উপস্থিতি আপনার ওজন কমানোর লক্ষ্যকে আরও সাহায্য করে। কিন্তু ক্যালরি কম খাওয়ার বিষয়ে মাথায় রাখা উচিত এবং এমন প্রোটিন জাতীয় খাবার খাবেন না যাতে ক্যালরি থাকে। ওজন কমানোর জন্য কি ধরনের প্রোটিন সম্বৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত আসুন দেখেনি

১. ছানা: ছানা লো ক্যালরি ডায়েট এর অন্যতম উপাদান। ১০০ গ্রাম ছানায় ১১ গ্রাম প্রোটিন থাকে। এবং ছানা ক্যালসিয়াম সম্বৃদ্ধ ও এতে ক্যালরির পরিমাণ কম। তাই ছানা খেতে পারেন আপনি।

২. বাদাম: অস্বাস্থ্যকর স্নাক্স জাতীয় খাবার ওজন কমানোর লক্ষ্যের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সন্ধ্যে বেলা বা অন্য সময়ে খিদে পেলে খেতে পারেন বাদাম। বাদাম ও বীজে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন। এক মুঠো বাদাম খেলে সেটা থেকে ৬ — ১০ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। তাই প্রোটিনের যোগানে খেতে পারেন বাদাম।

৩. ডাল: ডাল জাতীয় খাদ্য প্রোটিন সম্বৃদ্ধ। যাঁরা মূলত নিরামিষ জাতীয় খাবার খান তাদের ক্ষেত্রে দেহে খাদ্যের প্রাণিজ প্রোটিনের যোগান মেলে না। তাই তাদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অন্যতম যোগান হতে পারে ডাল। মুগ ডাল বা ছোলার ডাল প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি ও প্রোটিন সম্বৃদ্ধ। এক কাপ ডালে ১৮ গ্রাম প্রোটিন ও ১৬ গ্রাম ফাইবার থাকে। যা অন্ত্রের যাবতীয় কার্যকলাপ সঠিক রাখতে সাহায্য করে।

৪. চিকেন: চিকেন ব্রেস্ট অন্যতম প্রোটিন সম্বৃদ্ধ খাদ্য। ৮৫ গ্রাম চিকেন এর মধ্যে ২০ গ্রাম প্রোটিন ও ১ গ্রাম ফ্যাট থাকে। এছাড়াও চিকেন ক্যালরির পরিমান কম থাকে। চিকেন খেলে দীর্ঘ সময় পেট ভর্তি থাকে ফলে তুলনায় কম খাবার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু চিকেন রান্না করার সময় মাথায় রাখা উচিত যাতে রান্না করতে বেশি তেল যেনো ব্যবহার না করা হয়।

৫. ডিম: ডিমের মধ্যে থাকে প্রোটিন ও ডিম পুষ্টিগুণে সম্বৃদ্ধ। একটা গোটা ডিমে ৬ গ্রাম প্রোটিন থাকেন। ডিমের কুসুমের মধ্যে সব থেকে বেশি প্রোটিন থাকে, কিন্তু সেটা শরীরের কোলেস্টেরল বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ওজন কমানোর জন্য ডিম খেতে হলে কুসুম বাদ দিয়েই খাওয়া উচিত।

এছাড়াও ইনজেকশন এর পার্শ প্রতিক্রিয়া না হলেও শরীরের কোন অংশে যদি লাল চিহ্ন নজরে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিন গ্রাহকদের সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

এছাড়াও যদি আপনি মাইগ্রেনের সমস্যায় না ভোগেন কিন্তু বমির সাথে সাথে অথবা বমি না হলেও ক্রমাগত মাথাব্যথা হয় তবে সেন্টারে গিয়ে দ্রুত সেই সমস্ত সমস্যার কথা খুলে বলতে হবে।

ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে শারীরিক দুর্বলতা থাকা শরীরের কোন অংশ অকেজো হয়ে পড়া,বারবার বমি হওয়া চোখে ব্যথা, অথবা দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, মানসিক অবসাদ এমন সমস্যা হলেও তা কোনো সামান্য ব্যাপার নয়। ভ্যাকসিন এর পার্শ প্রতিক্রিয়া নিয়ে তৈরি হওয়া একটি রাষ্ট্রীয় সমিতি জানিয়েছে যে ভারতে রক্ত জমাট বাঁধার অর্থাৎ থ্রম্বোসিসের খুবই কম সংখ্যক মামলা কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

জানা গেছে যে ভারতে এই ভ্যাকসিন এর ক্ষেত্রে প্রতি ১০ লাখ এর মধ্যে থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ০.৬১ু মামলা সামনে এসেছে। সুতরাং একেবারেই এই লক্ষণগুলিকে হেলাফেলা করবেন না। এর ফলে আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মেটে না এবং পুষ্টিকর খাওয়ার থেকেও আপনি বঞ্চিত হন। এছাড়াও এই ডায়েটগুলি মেনে চলার ফলে রসনাতৃপ্তি থেকেও বঞ্চিত হওয়ার ফলে মন থেকে সেই তৃপ্তি ভাব আসে না।

এরপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময়ের পর মেটাবলিজম নিয়ে সমস্যা হয় ও হজম, অম্বল, গ্যাসের মতো শারীরিক সমস্যা শুরু হয়।

তাই এভাবে ক্রাশ ডায়েট ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হলো আমাদের শরীরে ডায়েটকে গ্রহণ করা হয় একরকম অনাহারের ভাবনা থেকে। যতটা আপনার শরীরের শক্তি দরকার তার থেকে কম পরিমাণে খেলে মেটাবলিজম হার কমতে থাকে।

এর ফলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাই আমাদের ক্ষুধা এবং মনের তৃপ্তি মেটাতে যে হরমোন গুলো ক্ষরিত হয় সেগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার ফলে দীর্ঘ সময় পড়ে এর থেকে হতে পারে অপুষ্টি। তাই জীবনধারার মান)সুস্থ রাখুন সুস্থ অভ্যেসের মাধ্যমে।

দীর্ঘকালীন সুস্থতায় ডায়েট নয় জীবনধারার মানই আসল

খুব কম মানুষই এবং বিশেষজ্ঞরাও রোগা হওয়ার জন্যে দীর্ঘ সময়ের জন্যে এক ধরনের ডায়েট এর উপরে নির্ভর করেন

এই মুহূর্তে এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি ডায়েট শব্দটি জানেন না এবং এই নিয়ে কখনো চর্চা করেননি। বিশ্বায়নের মুহূর্তে এই শব্দটিও নানাভাবে নানা ব্যক্তির কাছে ধরা দিয়েছে। সুস্থ থাকতে এখন প্রতিটি মানুষই ডায়েটের দিকে ঝুঁকছে। তবে খুব কম মানুষই এবং বিশেষজ্ঞরাও রোগা হওয়ার জন্যে দীর্ঘ সময়ের জন্যে এক ধরনের ডায়েট এর উপরে নির্ভর করেন না।

তবে বিজ্ঞানমনস্ক না হলে এমনটাই হয়। তবে স্বাস্থ্য কিন্তু আসলে আমাদের জীবনযাত্রাবপ্রতীক।

এতদূর পড়ে অনেকের মনেই এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে কি ডায়েট ফলো করা ভুল নাকি বিভিন্ন ধরনের ডায়েটবিভিন্ন সময় অনুসারে মেনে চলা ভুল?

নতুন একটি গবেষণা বলছে যে প্রথম কিছু মাস ধরে বেশিরভাগ ডায়েটিং রোগা হওয়া এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। তবে কাঙ্খিত ফল গুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়।

আরো পোস্ট- খোঁজ মিললো স্লিপিং বিউটির! ৫ বছর ঘুমিয়ে রেকর্ড তাই মানুষ ক্রমশই ডায়েটের রূপ পাল্টাতে থাকে। তবে এতে আপনার ক্ষতি হতে পারে।

মেকআপ তোলার মুহূর্তে এই ভুলগুলি কি না করলেই নয়

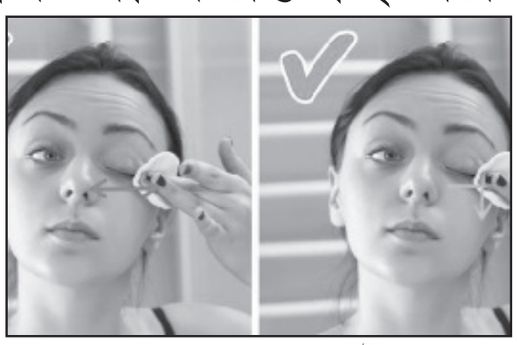

এটা না করলে ত্বকের যে কি বেহাল দশা হতে পারে তা আমাদের অজানা নয়।

সাজতে কে না ভালোবাসে? কিন্তু আসল সমস্যাটা হয় মেকআপ তোলার সময় এই পদ্ধতি অনেকেই পছন্দ করেন না।

কিন্তু এটা না করলে ত্বকের যে কি বেহাল দশা হতে পারে তা আমাদের অজানা নয়। তবুও পার্টি থেকে এসে বা বাইরে থেকে এসে মেকআপ না তুলে শুয়ে পড়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই আছে।

কারণ সে সময়ে ক্লান্তিতে যেন শরীর এলিয়ে দিতে চান বিছানায়। কিন্তু এটাই সবথেকে বড় ভুল করেন আপনি।

তাই আজ থেকে এই ভুলগুলি আর নয়। মেকআপ করা যতটা সহজ মেকআপ তোলার ততটা সহজ নয় কিন্তু অসম্ভব নয়।

১. ত্বকে ঘষে ঘষে মেকআপ তোলা অনেক সময়ে মেকআপ সহজে উঠতে চায় না। সে সময় আমরা তুলো দিয়ে জোরে জোরে ত্বকের উপর ঘষতে থাকি ক্লিনজার ।

এই সমস্যা বেশি হয় ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ হলে। এর ফলে ত্বক রুক্ষ হতে পারে এবং বিশেষ করে চোখের নিচের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আরো পোস্ট- চুলের গোড়ায় দুর্গন্ধ! ৫টি উপাদান গরমে সাথী সেই অংশটি খুবই নরম হয়। এ কারণে ওয়াটারপ্রুফ মেকআপ রিমুভার ব্যবহার করুন।

এর মধ্যে যে অ্যালোভেরা জেল থাকে তা সহজেই মেকআপের বেস গলিয়ে দিতে পারে।

২. ক্লিনজিং ওয়াইপস ক্লান্ত দিনের পরে আমরা অনেকেই বাড়ি এসেই টানটান হয়ে শুয়ে পড়ি। সে কারনে সহজে মেকআপ তুলে ফেলার জন্য বেশীর

ভাগই আজকাল ব্যবহার করে থাকেন ক্লিনজিং ওয়াইপস ।

যোগী আদিত্যনাথের কাছে আলিগড়ের নাম বদলের প্রস্তাব

লখনউ, ১৭ আগস্ট (হি.স.): 'আলিগড়'-এর নাম বদলের আবেদন জমা পড়ল যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে। উত্তরপ্রদেশের এই শহরের নতুন নাম হতে পারে হরিগড়। আলিগড় জেলা পঞ্চায়েতের তরফেই যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কাছে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। একটু জোর দিয়েই বলা হয়েছে, আলিগড়ের নাম পরিবর্তনের এই প্রস্তাব বহুদিন আগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতদিন কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। পাশাপাশি ফিরোজাবাদের নামও বদল করার প্রস্তাব এসেছে। যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একের পর এক শহরের নাম বদলেছেন যোগী। তাঁর জমানায় এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মোঘলসরাই হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর, ফৈজাবাদ বদলেছে অযোধ্যায়, ফিরোজাবাদ হয়েছে চন্দ্রনগর। যোগী রাজ্যের নাম বদলের ধারাবাহিক বৃত্তান্তে সাম্প্রতিকতম সংযোজন এই আলিগড়। আলিগড় জেলা পঞ্চায়েতের তরফেই যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে 'আলিগড়'-এর নাম বদলে হরগড় করা হোক। আলিগড় জেলা পঞ্চায়েতের প্রথম বৈঠকেই প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে। ৭২ সদস্যের পঞ্চায়েতে ৫০ জন সদস্যই এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। এরপর দু'টি প্রস্তাবই চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যোগী সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে শুধু আলিগড় নয়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান মুলায়ম সিং যাদবের কেন্দ্র মইনপুরীর নাম বদলের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। মইনপুরীর নাম বদলে ময়ননগর করার প্রস্তাব দিয়েছে সেখানকার জেলা পঞ্চায়েত। আলিগড়ের নাম বদলের প্রস্তাব সামনে আসতেই খড়্গহস্ত হয়েছে দেশের একাংশ। এক নেটাগরিক প্রশ্ন তুলেছেন, 'এখন কি তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে হরিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা হবে?' আলিগড় বিমানবন্দরের নামও বদলাবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তার জবাব মিলেছে। আলিগড় বিমানবন্দরের নাম বদলানোর প্রস্তাবও পাশ হয়েছে। আলিগড়ের বিজেপি নেতা কল্যাণ সিংয়ের নামে আলিগড় বিমানবন্দরের নাম রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মেঘালয়ে খুন অলোকের মরদেহ পৌঁছলো করিমগঞ্জের দোহালিয়ায় নিজ বাড়িতে, শোক

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলায় দুষ্কৃতীর হাতে নৃশংসভাবে খুন দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দির বাসিন্দা ট্রাক চালক অলোক দাসের মরদেহ আজ মঙ্গলবার সকালে এসে পৌঁছেছে তাঁর বাড়িতে। পাথারকান্দি থানাধীন ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে অলোকের মরদেহ পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রামে কান্নার রোল ওঠে, শোকে মুহ্যমান হয়ে যায় এলাকা। পরে বিধিবলে স্থানীয় শ্মশানঘাটে মৃতদেহের সৎকার হয়। ফরিদকোণা-দোহালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের জনৈক ধীরেন্দ্র দাসের ছেলে অলোক দাস লরি চালক ছিলেন। জানা গেছে, অলোককে খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ইতিমধ্যে মেঘালয়ের পশ্চিম জয়ন্তিয়া পুলিশ সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। জানা গেছে, গুয়াহাটির চাংসারি এফসিআই গুদাম থেকে গত ১৪ আগস্ট বিকেল ৪.১৫ মিনিটে টিআর ০১ এজি ১৬৮৯ নম্বরের ট্রাকে পাঁচশো বস্তা চাল বোঝাই করে কাছাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন অলোক। জোয়াই এলাকায় এসে রাতে তিনি চাল বোঝাই ট্রাক ওখানকার এফসিআই গুদামের সামনে রেখে গাড়িতেই ঘুমোইচ্ছিলেন। তখন তাঁর গাড়িকে হাইজ্যাক করে কতিপয় দুষ্কৃতী। পরে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে মাথায় শক্ত কাঠ বা লোহার রড দিয়ে আঘাত করে খুন করে অলোককে। পণ্য সমাগ্রী পরিবহণের ঠিকাপ্রাপ্ত অনুপ ট্রাক টর্যান্সপোর্ট প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড নামের এক সংস্থার কর্মচারী জেসি ডখার এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক এফআইআর দাখিল করেন জোয়াই থানায়। এফআইআরের ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে পরের দিন সোমবার অনুপের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ি ছড়ার পাশে উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার সকালে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে।

ডিমা হাসাও জেলা মহিলা কং-এর সহ-সভানেত্রী দিপালীর পর ডিএনএলএ-র আরও চার লিংকম্যান গ্রেফতার

হাফলং (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে ডিমা হাসাও জেলা মহিলা কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী দিপালী হাপিলাকে গ্রেফতার করার পর এবার ডিএনএলএ-র আরও চার লিংকম্যানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে মাইবাং থেকে এক মহিলা সহ ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠনের মোট চার লিংকম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট রাতে পুরানা মাইবাং এলাকায় জঙ্গিদের গুলি বর্ষণের সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে নেমে সোমবার রাতে জঙ্গি সংগঠনটির চার লিংকম্যানকে গ্রেফতার করে। এদিকে ডিমাসা ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে গ্রেফতার কংগ্রেস নেত্রী দিপালী হাপিলাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। জঙ্গি সংগঠনের বাকি চার লিংকম্যানকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হলে আদালত এদের জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। এদিকে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি কাছাড় জেলার কাটিগড়া থানার অধীনে হারাং পাথর কোয়ারিতে সন্দেহভাজন জঙ্গিরা গুলি বর্ষণ করে দুটি ট্রাক আটকে রেখেছিল। এই গুলি বর্ষণের ঘটনায় ডিএনএল জঙ্গি সংগঠনের জড়িত থাকার তথ্য পুলিশের হাতে রয়েছে। ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং বলেন, কাটিগড়া থানার অধীনে হারাং পাথর কোয়ারিতে যে গুলি বর্ষণের ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল, এর সঙ্গে ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন জড়িত বলে পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, পুরানা মাইবাঙে ১৫ আগস্ট রাতে জঙ্গিরা একে সিরিজের রাইফেল দিয়ে গুলি বর্ষণ করেছিল তদন্তে তা ধরা পড়েছে। এসপি জয়ন্ত সিং বলেন, কংগ্রেস নেত্রী দিপালী হাপিলারও যে জঙ্গিদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তা-ও পুলিশের তদন্তে প্রকাশ্যে এসেছে। তিনি বলেন, দিপালী হাপিলা সহ আরও যে চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের ইউপিএ অ্যাক্টে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা ও মানুষের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সহ ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ধরনের কাজে লিপ্ত কাউকেই রেয়াত করা হবে না বলে পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং পরিষ্কার জানিয়েছেন।

সুস্মিতার বিকল্প ? বরাক-কন্যা নৈঋতাকে দলে স্বাগত প্রদেশ কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকার মেয়ে নৈঋতাজয় শুক্লকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। আজ মঙ্গলবার ভূপেন বরা এ সম্পর্কে বলেন, নৈঋতাই অসম তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসে সুস্মিতা দেবের উপযুক্ত বিকল্প। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এতে দল আরও মজবুত হবে, দাবি ভূপেন বরার। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব দল ও পদ ছেড়ে গতকাল কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে করিমগঞ্জের দু-বারের প্রাক্তন সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্যের নাতনি নৈঋতাজয় শুক্ল কংগ্রেসে যোগদান করে সক্রিয় সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁকে আমরা দলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই। ভূপেন বলেন, নৈঋতা শুক্ল একজন অত্যন্ত উদ্যমী তরুণী, মেধাবীও। তিনি দিল্লির রামজশ কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্র রাজনীতি ভালো রপ্ত করেছেন নৈঋতাজয়। পাশাপাশি সামাজিক নানা কাজের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি। এ ধরনের উদ্যমী যুবানেত্রী কংগ্রেসে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলে দল অবশ্যই শক্তিশালী হবে, দাবি এপিসিসি সভাপতি বরার।

তিনি বলেন, যে সকল যুবক-যুবতী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন, সংবিধানকে মান্যতা দেন এবং দেশের সেবা করতে ইচ্ছুক, তাঁদের আমরা অবশ্যই আমাদের দলে স্বাগত জানাব।

এদিকে, কংগ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছুক নৈঋতা শুক্ল বলেন, কোনও কিছু প্রাপ্তির জন্য তিনি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। কেবল দলের হাত মজবুত করতে ভূপেন বরার কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নৈঋতা বলেন, এ মুহূর্তে দলের অবস্থান খুব ভালো নয়। তবে রাজনীতিতে উত্থান-পতন থাকবেই। কোনও পরিবারের যখন দুঃসময় আসে, তখন সকলকে একসাথে থাকা উচিত, বলেন ললিত-তনয়া তথা বরাক-কন্যা নৈঋতাজয় শুক্ল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সুস্মিতা দেব গত রবিবার দল থেকে ইস্তফা দিয়ে গতকাল সোমবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পর এখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এপিসিসি সভাপতি ভূপেন বরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, আগামী পনেরো দিনের মধ্যে সুস্মিতা দেবের বিকল্প নেত্রী তাঁরা দাঁড় করাবেন।

তবে নৈঋতাজয় শুক্ল তুখোড় রাজনীতিক তুর্কি নেত্রী সুস্মিতা দেবের বিকল্প হতে পারবেন কিনা, আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

কাবুলের পতনে স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে চিন্তা চর্চায় 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' সুস্মিতা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : কাবুলের পতনের পর সেখানকার মহিলাদের নিয়ে চিন্তা শুরু হয়েছে গোটা বিশ্বে। এর সূত্রেই চর্চার কেন্দ্রে ফিরে এসেছে একটি বই 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ'। বইয়ের লেখিকা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বিবাহ পরবর্তী নাম সৈয়েদা কমলা) এক আফগানকে বিয়ে করেন। তালিবান শাসনে আফগানিস্তানে বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্মৃতিধর্মী বই লেখেন। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের পাক্তিকা প্রদেশে ৪৯ বছর বয়সে তালিবান জঙ্গীদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই তিনি কলকাতায় জানবাজ খান নামে এক আফগানকে গোপনে বিয়ে করেন। তাঁর বাবা-মা বিয়ের খবর জানতে পেরে তাঁকে বিচ্ছেদের জন্য বললে তিনি জানবাজের সাথে আফগানিস্তান চলে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন যে তাঁর স্বামীর আগেই গুলগুটি নামক এক মহিলার সাথে বিয়ে হয়ে গেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি খানের পাতিয়া গ্রামে পারিবারিক বাড়িতে থেকে যান।ধাত্রীবিদ্যায় প্রশিক্ষিত সেবিকা হওয়ায় তিনি সেই গ্রামের মহিলাদের জন্য এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলেন।

আফগানিস্তানে তালিবান শাসন শুরু হলে, সুস্মিতা সেই দেশে মৌলবাদী শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করেন।তালিবান শাসনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বন্ধ করার আদেশ জারির পর ১৯৯৫ সালের মে মাসে তালিবানরা তাঁর বানানো স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আবিষ্কার করে তাঁকে প্রচন্ড মারধোর করে। এর পর তিনি দু'বার পালানোর চেষ্টা করে ধরা পড়েন। তাঁকে গ্রামে ঘরবন্দী করে রাখা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে এক ফতোয়ায় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শে জুলাই তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামের প্রধানের সহায়তায় তিনি তিনজন তালিবানকে একে-৪৭ রাইফেলের সাহায্যে গুলি করে গ্রাম থেকে পালাতে সফল হন। তিনি সেখান থেকে কাবুল পৌঁছে ১২ আগষ্ট বিমানে কলকাতা চলে আসেন। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ অবধি তিনি ভারতে বাস করেন ও বহু বই লেখেন। তার পর তিনি আফগানিস্তান ফিরে যান এবং পাক্তিকা প্রদেশে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করেন। সেখানকার মহিলাদের জীবনযাত্রা নিয়ে তিনি একটি চলচ্চিত্র বানানো শুরু করেন। সন্দেহভাজন তালিবান জঙ্গীরা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাক্তিকা প্রদেশে তাঁর বাড়িতে জোর করে ঢুকে তাঁর স্বামীকে বেঁধে তাঁকে তালিবানরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। আফগান পুলিশের মতে, পরের দিন সকালে প্রাদেশিক রাজধানী শারানা শহরের এক প্রান্তে এক মাদ্রাসার পাশে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর দেহে ২০টি গুলির ছিদ্র পাওয়া যায়। আফগান পুলিশের মতে তাঁকে সামাজিক কাজকর্ম ও তার লিখিত বইয়ের জন্য অথবা শুধুমাত্র ভারতীয় হওয়ার জন্য খুন করা হয়। যদিও তালিবানরা দাবি করে, তারা এই আক্রমণ করেননি।

পরবর্তীকালে আফগানিস্তানের ইসলামি আন্দোলনের আত্মঘাতী দল নামক একটি তালিবানপন্থী জঙ্গীদল এই ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। মোল্লা নাজিবুল্লাহর নেতৃত্বাধীন এই দলটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি জানান যে, তাঁরা সুস্মিতাকে ভারতীয় চর বলে সন্দেহ করতেন বলে হত্যা করেছেন। যদিও সুস্মিতার প্রতিবেশীদের মতে তার মৃত্যুর জন্য বাড়ির বাইরে বোরখা না পরাও কারণ হতে পারে।সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' নামে বইটি লেখেন। এই বইয়ে তার আফগান ব্যবসায়ী জানবাজ খানের সাথে প্রেম ও বিবাহ, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তানে চলে যাওয়া, তালিবান শাসনে মুখোমুখি হওয়া প্রতিকূলতা ও সেখান থেকে ভারতে পলায়ন, এই কাহিনী বর্ণিত আছে। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বইকে ভিত্তি করে বলিউড থেকে 'এস্কেপ ফ্রম তালিবান' নাম এক চলচ্চিত্র তৈরী হয়। এছাড়াও তিনি ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে 'তালিবানি অত্যাচার - দেশে ও বিদেশে' ও 'মুল্লাহ ওমর', 'তালিবান ও আমি' এবং ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে 'এক বর্ণ মিথ্যে নয়' ও 'সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী' লেখেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কুলগামে বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুন করল জঙ্গিরা

শ্রীনগর, ১৭ আগস্ট (হি.স.): ফের জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার শিকার বিজেপি নেতা। মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে এক বিজেপি কর্মীকে গুলি করে খুন করল জঙ্গিরা। মৃতের নাম জাভেদ আহমেদ দার। তিনি হম শাহলি বাগ নির্বাচনী ক্ষেত্রের সক্রিয় বিজেপি কর্মী ছিলেন। দলীয় কর্মী খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি।ঘটনার নিন্দা করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। মঙ্গলবার বিকেলে কুলগামের ব্রাজলু অঞ্চলে বিজেপি নেতা জাভেদ আহমেদ দারকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। ঘটনাটি ঘটে একেবারে তাঁর বাড়ির সামনেই। খবর পাওয়ার পরই দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। আততায়ীদের সন্ধানে শুরু হয়েছে তল্লাশি। দলীয় কর্মী খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। জঙ্গিদের এই কর্মকাণ্ডকে লজ্জাজনক এবং কাপুরুষোচিত বলে উল্লেখ করেছে তারা। জম্মু-কাশ্মীর বিজেপি-র মিডিয়া সেলের প্রধান মনজুর আহমেদ বলেন, "দলীয় কর্মী আহমেদ দারের খুনের ঘটনার নিন্দা করছি। এটা ঘৃণ্য এবং কাপুরুষোচিত কাজ। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।" এই ঘটনার নিন্দা করেছেন জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তিনি বলেন, "ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে আহমেদ দারকে। এই সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করছি।" প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট অনন্তনাগ জেলার লালচক এলাকায় জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান বিজেপি নেতা গুলাম রসুল দার ও তাঁর স্ত্রী জোয়াহারা বানো। খুনের নেপথ্যে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার হাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, কাশ্মীর বিজেপি নেতাদের উপর হামলার ঘটনা নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে উপত্যকায় ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর থেকে আরও বেড়েছে জঙ্গি হামলার ঘটনা। এর আগে, গত জুন মাসেই দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে বিজেপি কাউন্সিলর রাকেশ পণ্ডিতাকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদীরা। গত বছর কুলগাম এলাকার যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ফিদা হুসেন ইটু এবং দুই বিজেপি কর্মী উমর হাজাম ও হারুন রশিদ বেগকে হত্যা করে জঙ্গিরা।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কাছাড়ের লায়লাপুরে বার্মিজ সুপারি ও ড্রাগস সহ আটক মিজো যুবক

ধলাই (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাই থানাধীন লায়লাপুরে নেশাদ্রব্য এবং অবৈধ বার্মিজ সুপারি সহ মিজোরামের জনৈক বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। কাছাড়ের জেলা সদর শিলচরগামী এমজেড ০৫ এ ০৪৯৮ নম্বরের একটি বাসে তালাশি চালিয়ে ১৪ বস্তা বার্মিজ সুপারি এবং ২৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছেন অভিযানকারী পুলিশকর্মীরা। জানা গেছে, মিজোরামের ভেইরংটি থেকে কাছাড়ের নির্দিষ্ট চক্রের কাছে হস্তান্ত্র করার পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীর। ধলাই থানার পুলিশ অফিসার জানান, হেরোইনগুলো দুটি সাবান কেসে পুরে এনেছিল পাচারকারী। তবে সামগ্রীগুলির মূল মালিককে ধরতে না পারলেও বাসের চালক মিজোরামের বাসিন্দা লালরোয়েটুয়াঙ্গাকে পুলিশ আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

দেশের দৈনিক করোনা পরিসংখ্যানে বড়সড় স্বস্তি, একলাফে অনেকটা কমল আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যাটা একলাফে অনেকটা কমল। আগের দিনের তুলনায় দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্ত কমেছে প্রায় ২৩.৫ শতাংশ। তার সাথে কমেছে অ্যাকটিভ কেসও।

মঙ্গলবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৫ হাজার ১৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। যা ১৫৪ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। ফলে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৭৯ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আপাতত মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৯ জন। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৩৭ জনের। এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে কম। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্টে, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন ৩৬ হাজার ৮৩০ জন। এই সংখ্যাটা আগের দৈনিক আক্রান্তের থেকে তো বটেই আগের দিনের তুলনাতেও অনেকটা বেশি। অর্থাৎ, একধাক্কায় বেশ খানিকটা কমেছে অ্যাকটিভ কেস। আপাতত চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮৪৬ জন। এই সংখ্যাটাও গত ১৪৯ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজারের বেশি মানুষ। সুস্থতার হার ৯৭.৫১ শতাংশ। ইতিমধ্যেই দেশে করোনা টিকা পেয়েছেন ৫৪ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের ফয়জাবাদ

ফয়জাবাদ, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের ফয়জাবাদ এলাকা। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ৬টা ৮ মিনিট নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। ফয়জাবাদ থেকে ৮৩ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে কম্পনের উৎসস্থল বলে জানা গিয়েছে।

এদিন ট্যুইটারে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি তরফে জানানো হয়েছে, "কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৫ রিখটার স্কেলে। ফয়জাবাদ থেকে ৮৩ কিলোমিটারের মধ্যেই এর উৎসস্থল।" ভূমিকম্প অনুভূত হতেই ফয়জাবাজের সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন অনেকেই। দৌড়োদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। তবে কম্পনের তীব্রতা কম থাকায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার

পার্ক স্ট্রিটে গুলির ঘটনায় ৩ জন গ্রেফতার

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.): রাতের কলকাতায় গুলির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ফুলবল খেলাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক যুবক। ঘটনার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় পার্ক স্ট্রিটের এলিয়ট লেনে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পার্ক স্ট্রিটের এলিয়ট রোড এলাকায় একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। খেলা চলাকালীন গোল করা নিয়ে শুরু হয় বচসা। কিছুক্ষণের মধ্যে সাময়িকভাবে ঝামেলা মিটেও যায়। অভিযোগ, রাত ১ টা নাগাদ সোহেল নামে এক যুবক ফের ওই এলাকায় ফিরে যায়। সঙ্গে ছিল তার সাগরেদরা। সোহেল খান, মহম্মদ শারিখ ও শেহনাজ সাগর তিনজনের হাতে ছিল অস্ত্র। ওই সময় বাইরেই ছিলেন তালতলার বাসিন্দা লরেন ডিক্রুজ ওরফে বিক্রম। জানা গিয়েছে, ফুটবল মাঠের বচসার জেরেই মাঝে তিন রাউন্ড গুলি চালায় সোহেল ও তার সঙ্গীরা। বিক্রমের পায়ে গুলি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক।

হাইলাকান্দির শিরিষপুর কাণ্ডে ধৃত পাঁচ, বলবৎ কারফিউ, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

হাইলাকান্দি (অসম), ১৭ আগস্ট (হি.স.) : শিরিষপুর কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করেছে হাইলাকান্দি পুলিশ। ঘটনার দিন গতকাল সোমবার রাতেই এই পাঁচ যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। গতকাল রাত সাতটা নাগাদ হাইলাকান্দি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত শিরিষপুর চা বাগান এলাকার বাজারে শিবভক্ত 'ভোলে-ব্যোম' ব্রতধারীদের ওপর হামলাজনিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ইমরান হুসেন লস্কর (১৮), ইলিয়াস আলি লস্কর (২১), সেলিম উদ্দিন মজুমদার (২১), আনোয়ার হুসেন বড়ভুইয়াঁ (২৯) এবং পুরন রবিদাস (২৫)-কে গ্রেফতার করেছে। ধৃত পাঁচ যুবককে পুলিশ আজ মঙ্গলবার আদালতে হাজির করেছিল। আদালত এদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদিকে, সোমবার রাত থেকে শিরিষপুর ও তার পার্শবর্তী তিনটি গ্রামে সান্ধ্য আইন বলবৎ হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মঙ্গলবার সকাল থেকে বেসিক চৌরঙ্গি এলাকা থেকে শুরু করে শিরিষপুর, ইতরকান্দি হয়ে চান্দপুর পর্যন্ত সড়কে সব ধরনের চলাচল বন্ধ করে দেয় পুলিশ। বর্তমানেও সমগ্র এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মোড়ে রেখেছে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানরা। পরিস্থিতি বর্তমানে শান্ত ও নিয়ন্ত্রণে।

পাকিস্তানে ফের ভাঙা হল রণজিৎ সিংয়ের মূর্তি, আটক ১

লাহোর, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : আবারও কট্টরপন্থীদের রোষে মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের মূর্তি। পাকিস্তানের লাহোরে ভাঙা হল মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের মূর্তি। মূর্তি ভাঙার অভিযোগে গ্রেফতার পাকিস্তানের একটি কট্টরপন্থী সংগঠন তেহরিক-ই-লাব্বাইক-এর এক সদস্য। লাহোর প্রশাসন জানিয়েছে, মূর্তিটি নতুন করে তৈরি করা হবে। মূর্তির কাছে নিরাপত্তা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে প্রশাসন। লাহোর ফোর্টের বাইরে তলোয়ার হাতে ঘোড়ায় চড়া মহারাজা রণজিৎ সিংয়ের মূর্তিটির উচ্চতা ন'ফুট। প্রায় ৪০ বছর ধরে পঞ্জাবের রাজা ছিলেন রণজিৎ সিং। ১৮৩৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। ২০১৯ সালের জুন মাসে মহারাজার ১৮০ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে লাহোর ফোর্টের বাইরে এই মূর্তিটি বসানো হয়। মূর্তি উন্মোচনের দু'মাসের মধ্যেই তেহরিক-ই-লাব্বাইক সংগঠনের দুই সদস্য সেই মূর্তিটি ভেঙে ফেলেন। দু'জনকেই গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁরা শারীরিক ভাবে সক্ষম ব্যক্তির পরিচয়ে ফোর্টের মধ্যে ঢোকেন। তার পরে হাতে থাকা লোহার রড দিয়ে মূর্তিতে আঘাত করেন। মূর্তির একটি হাত ও দেহের কিছু অংশ ভেঙে যায়। তার পরেও এক বার ভাঙা হয় মূর্তিটি। পুলিশ জানিয়েছে, ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণেই বার বার মূর্তি ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপর আবারও ভাঙা হল মূর্তিটি। এই নিয়ে তৃতীয় বার ভাঙা হয়েছে লাহোর ফোর্টের বাইরে থাকা মূর্তিটি। বার বার একই ঘটনা ঘটায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। লাহোর প্রশাসন জানিয়েছে, মূর্তিটি নতুন করে তৈ

পানীয় জলের জন্য হাহাকার কদমতলার সাতসঙ্গম গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ আগস্ট।। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গেলেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য হাহাকার গ্রাম জুড়ে। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে দীর্ঘদিন যাবত পানীয় জলের তীব্র সংকট লেগেই রয়েছে।গ্রামটিতে যে কয়েকটি মার্ক টু,রিংওয়েল এবং জলের ছোট ট্যাংকি রয়েছে সেগুলি দীর্ঘদন যাবত সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে।ফলে জলের উৎস গুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।উক্ত গ্রামটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকাতে অবস্থান।ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরপুর এই গ্রামে অবস্থিত চা বাগান।রয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প, এসপিও ক্যাম্প সহ সাতসঙ্গম মাধ্যমিক স্কুল।কদমতলা ব্লকের এই প্রত্যন্ত গ্রামটিতে লোক সংখ্যা প্রায় চার হাজার ছয়শো।গ্রামে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ চা শ্রমিক।

তাছাড়া এই গ্রামে মিশ্র জনবসতির জনগনের আয়ের মুল উৎস হল দিন মজুরী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভরপুর মিশ্র জনবসতি এই গ্রামের প্রাধান সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা।বেশ কয়েক বছর পূর্বে এই গ্রামের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য কয়েকটি মার্ক টু,রিংওয়েল এবং জলের ছোট ট্যাংকি তৈরি করে দেওয়া হলেও সেগুলির জল ব্যাবহার করার অযোগ্য।কারন মার্ক টু, রিংওয়েল এবং ছোট ট্যাংকির জলে রয়েছে প্রচুর পরিমানে আয়রন। দীর্ঘ দিন যাবত মার্ক টু ,রিংওয়েল এবং ছোট ট্যাংকি গুলি সংস্কার না করার ফলে সেগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে।তাছাড়াও এই গ্রামের কয়েক পাড়াতে সাপ্লাইয়ের পয়েন্ট থাকলেও অধিকাংশ পয়েন্ট দিয়ে জল আসে না।

যদি কালে ভদ্রে জল আসে তাও পড়ে ফেঁটা ফেঁটা করে।বর্তমানে এই গ্রামের জনগন নিজেরা কাঁচা কূয়া তৈরি করে কাঁচা কূয়ার জল পানীয় জল হিসাবে ব্যাবহার করেছেন।আর কাঁচা কূয়ার জল পান করার ফলে গ্রামের জনগন আক্রান্ত হচ্ছেন নানা জলবাহিত রোগ ব্যায়াদিতে।সাতসঙম গ্রামের জনগন জানান,পানীয় জলের জন্য তারা রাজ্যের পূর্বতন সরকারের নেতা মন্ত্রী থেকে বর্তমান সরকারের নেতা ও প্রশাসনিক কর্তাব্যাক্তিদের কাছে বারংবার দাবি জানিয়েছে।কিন্তু পানীয় জলের সুবন্দবস্তের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত এই গ্রামে পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্ত করা হয়নি। সাতসঙ্গম গ্রামের জনগন আরো অভিযোগ করে বলেন,তাদের গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার রাস্তা গুলিও বেহাল। দীর্ঘদিন যাবত রাস্তা গুলি সংস্কার করা হয়নি।ফলে গ্রামের জনগনকে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই গ্রামটিতে দীর্ঘদিন যাবত পানীয় জল রাস্তাঘাটের সমস্যা থাকলেও সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না সংলিষ্ট দপ্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার ইতিমধ্যে ঘোষনা করছে আগামী দুই হাজার বাইশ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে। রাজ্যে সরকার বিনা মূল্যে পানীয় জলের সংযোগ দেবার কথা ঘোষনা করলেও রাজ্যের গ্রাম পাহারে সেই পানীয় জলের সংযোগ দেবার জন্য যে জলের উৎস তৈরির প্রয়োজন,সেই জলের উৎস খোঁজার কাজ চলছে শঙ্কু গতিতে।যার উদাহরন হল কদমতলা ব্লকের অধীন ভারত বাংলাদেশ সিমান্তবর্তী সাতসঙ্গম গ্রামটি।যে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য হাহাকার পরিস্থিতি।এই গ্রামে বসবাসকারি জনগনের দাবি অবিলম্ভে তাদের গ্রামে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর অন্যথায় আগামী দিনে প্রতিবাদে সামিল হবেন সানীয় জনগণ।

আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার দাবী জানাল সিপিআইএমএল

উদয়পুর, ১৭ আগস্ট।। আফগানিস্তান থেকে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার দাবী জানাল সিপিআইএমএল। দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের চলমান ঘটনাক্রমে আমরা গুরুতরভাবে উদ্বিগ্ন। সাধারণ নাগরিকদের উপর হিংসাত্মক অপরাধ, মহিলাদের উপর নিপীড়ন, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার উপর আক্রমণের খবর দেখিয়ে দিচ্ছে যে, তালিবানদের নাটকীয়ভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল দেশটিকে ব্যপক নৈরাজ্য ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।আমেরিকার বিদেশনীতি এই সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার জন্য সর্বতোভাবেই দায়ী। ১৯৮০ ও ১৯৯০ তে তালিবানের উত্থানের পথ মসৃণ করার সময় থেকে ৯/১১ পরবর্তীতে আফগানিস্তানে অনুপ্রবেশ ও দখলদারি হয়ে আজকের অপরিকল্পিত মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সন্ধিক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ ও কব্জা করার এই নকশা আফগানিস্তানকে এই দুর্দশার খাদে এনে ফেলেছে।

ভারত সরকারের কাছে আফগানিস্তানে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনা এবং বর্তমানে পড়াশোনা, জীবিকা ও অন্যান্য কাজে ভারতে বসবাসকারী আফগান নাগরিকদের এদেশে নিরাপদে বসবাস ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। বর্তমান সংকট বহু আফগান নাগরিককে তাঁদের দেশে শান্তি ও স্থিতি না ফেরা পর্যন্ত ভিনদেশে শরণার্থী হতে বাধ্য করবে। ভারতের নতুন নাগরিকত্ব আইন যে কতটা অযৌক্তিক তা এই সন্ধিক্ষণে আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। আইনটিতে যে বৈষম্য আছে তা আফগানিস্তান থেকে আসা মুসলমান শরণার্থীদের গুরুতর অসুবিধায় ফেলবে।

যখন আফগানিস্তান সহ গোটা দুনিয়ায় শান্তি, সুস্থিতি ও গণতন্ত্র ফেরানোর জন্য আফগান নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোই কর্তব্য তখন আফগানিস্তানের বিকাশমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এ"দেশে ইসলামবিদ্বেষ ও হিংসা ছড়ানোর যেকোনো প্রচেষ্টাকে আমাদের সতর্কতার সাথে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আফগানিস্তানে ধর্মান্ধ শক্তির উত্থানের প্রেক্ষিতে আমাদের দেশে ধর্মান্ধতাকে প্রত্যাখ্যান করার এবং আমাদের নিজেদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সামাজিক প্রগতি ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোকে মজবুত করার জন্য আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি নেতা বহিস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ আগস্ট।। বিজেপি দল থেকে বহিষ্কার করা হয় আড়ালিয়া পঞ্চায়েত সদস্যকে। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর মন্ডলের আড়ালিয়া পঞ্চায়েত সদস্য তথা বক্সনগর মন্ডলের ৪৪নং বুথের প্রাক্তন বুথ সভাপতি ফিরোজ মিয়াএড ওরফে সুমন কে দল বিরোধী কাজের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয় দলের বক্সনগর মন্ডল কমিটির সম্পাদক আক্তার হোসেন ও বর্তমান ৪৪নং বুথ সভাপতি জিসান আহমেদ এক রিলিজ এর মাধ্যমে জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে।

মাতাবাড়িতে যুব মোর্চার র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ আগস্ট। ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজাদিকা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে আজ ভারতীয় জনতা যুবমোর্চা আর কে পুর মন্ডলের উদ্যোগে তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচি পালন করা হয় উদয়পুরে। আজ মাতাবাড়ি থেকে এই উপলক্ষে যাত্রা শুরু হয়ে ৩২ মাতাবাড়ি যুব মোর্চার যুবারা রমেশ চৌমূহনী পর্যন্ত রেলী করে আসেন , রমেশ চৌমূহনী থেকে ৩১ আর কে পুর মন্ডলের যুবারা টেপানিয়া পর্যন্ত রেলী করে গিয়েছেন, টেপানিয়া থেকে ৩৩ কাকড়াবন-শালগড়া মন্ডলের যুবারা বাগমা বাজার পর্যন্ত রেলী করে গিয়েছেন, সেখান থেকে ৩০বাগমা মন্ডলের যুবারা বিশ্রামগন টি এস আর ক্যাম্প পর্যন্ত গিয়েছেন। বিশ্রামগন থেকে আগরতলা অব্দি বিভিন্ন মন্ডল এই রেলীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার সভাপতি অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলা যুব মোর্চার সভাপতি সুকান্ত সাহা , আর কে পুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস মহাশয়, আর কে পুর মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি রাকেশ শীল সহ যুব মোর্চার কার্যকর্তাগন। এই রেলীর মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে যে সকল বীর সেনানীর শহিদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। আজকের এই যুবা রেলীতে যুবাদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

গৌরনগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ আগস্ট।। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা একসময় গোটা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই পানীয় জলের সমস্যা সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের সহযোগিতায় অবিরত তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জারি রেখেছে। যার আরেক নতুন নজির তৈরি হলো কৈলাসহরে।

কৈলাশহর এর শহর উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অনেকাংশেই বঞ্চিত রয়েছে। সেই বঞ্চনার কথা মাথায় রেখে কৈলাশহর গৌরনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব ইয়াজেখাওরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আজবর নগর এলাকায় ভারত সরকারের অটল জলধারা প্রকল্পে, রাজ্য সরকারের DWS– KUMARGHAT DIVISION এর তথ্যাবধানে এবং রাজস্থানের BLB INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED এর মাধ্যমে হাই পাওয়ার রিগ মেশিনের দ্বারা ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়, আর এই ডিপ টিউবওয়ের কাজ আজ সম্পন্ন হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে পর্যাপ্ত জলের লেয়ার,। যাতে করে খুশিতে আত্মহারা এলাকাবাসী। সকলের ধারনা এই ডিপ টিউবওয়েল সাপনের ফলে গোটা এলাকার বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হবে, ডিপ টিউবল এর কেন্দ্র থেকে ১ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। বিশুদ্ধ পানিয় জলের অভাব মেটানোর জন্যে গোটা পঞ্চায়েতের লোকজন ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিজেপি কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া মহাকুমার কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্যের ভূমি কন্যা প্রতিমা ভৌমিক। মঙ্গলবার জন আশীর্বাদ যাত্রায় খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমায় চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র তথা টাউনহলে ঢাকের বাদ্যি পুষ্প ছিটিয়ে স্বাগত জানান উপস্থিত জনতা।

জন আশীর্বাদ যাত্রা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী, রাজ্যের মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডঃ অতুল দেববর্মা, দলের ও.বি.সি মোর্চার সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তাপস মজুমদার, খোয়াই জেলা প্রভারি অমিত রক্ষিত, বিজেপি তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সূত্রধর, কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার সহ এক ঝাঁক নেতা-নেতৃত্ব। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক কে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমার কমিটি, তেলিয়ামুড়া মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, তেলিয়ামুড়া মহাকুমার প্রেসক্লাব সহ বিজেপি দলের বিভিন্ন মোর্চার নেতা-নেত্রীরা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনমুখী কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন প্রতিমা ভৌমিক। এদিনের "জন আশীর্বাদ যাত্রা" আয়োজিত অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন সাংসদ অবস্থায় তিনি যেমন ত্রিপুরা বাসীদের জন্য কাজ করতেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পরেও ত্রিপুরা বাসীর জন্য আরো কাজ করবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ছাড়াও রাজ্যের বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। ২৭ কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরীসহ বিজেপি খোয়াই জেলা প্রভারি অমিত রক্ষিত।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যু বার্ষিকী পালিত গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৭ আগস্ট।। গোটা দেশে সোমবার ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপীর তৃতীয় মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। এরই অঙ্গ হিসাবে এদিন ভারতীয় জনতা পার্টি রাইমাভ্যালি তপশিলী জাতি মোর্চার উদ্যোগে সরমা কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি মন্ডলের তপশিলী জাতি মোর্চার সভাপতি অতীশ চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক সূর্য দাস, শক্তি কেন্দ্রের কনভেনার অভিজিৎ রুদ্রপাল প্রমুখ। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপীর জীবনী নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি বেশ সাড়া পড়ে।

রাইমাভ্যালীতে তৃণমূলের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৭ আগস্ট।। আগামী এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাইমাভ্যালিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই কোথাও না কোথাও ছোট আকারের যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার রাইমাভ্যালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আরও একটি যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন রাইমাভ্যালি কেন্দ্রের পিছলিঘাটসিত সুবোধ মল্লিক পাড়া অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের মাঠে অনুষ্ঠিত যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত চাকমা, রাইমাভ্যালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব জয়কুমার দাস, নৃপেন দেবনাথ প্রমুখ। এদিন ঠাকুরছড়া এডিসি ভিলেজ থেকে ৩ পরিবারের ১২ ভোটার শাসক দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরন করে নেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত চাকমা। এদিনের যোগদান সভায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ভাল সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

মৃত্যুহীন

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৭৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৭ জন, গোমতি জেলায় ৬ জন, ধলাই জেলায় ৮ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২০ জন, উনকোটি জেলায় ১০ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

গায়ের শার্ট ছিড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বিশালগড়ের ব্যবসায়ী কমলের এ ধরনের কার্যকলাপ এ তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আক্রমণে আহত শ্রমিক রামু রবি দাসের বাড়ি বিশালগড় থানাধীন মধ্যব্রজপুর এলাকায়। শ্রমিককে পথচারীদের সামনে মারধর করলেও সবাই দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি বলে জানা গেছে। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত শ্রমিক অভিযুক্ত ব্যবসায়ি কমল এর বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় লিখিত মামলা দায়ের করেছেন বলে জানান আক্রান্ত শ্রমিক। এনিয়ে বিশালগড় বাজারে অভিযুক্ত ব্যবসায়ির বিরুদ্ধে ছি ছি রব উঠছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সেই বৈঠকে আছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামীদিনে আফগানিস্তান থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষিতভাবে ফিরিয়ে আনার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান সচিব জে কে সিনহা।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক অরুণাচল প্রদেশের জন্য ১৪১.৯৪ কোটি টাকা, আসামের জন্য ৮১২.৪৬ কোটি টাকা, মেঘালয়ের জন্য ৯১.৯৪ টাকা, মণিপুরের জন্য ৮৫.৯৫ টাকা, মিজোরামের জন্য ৪৪.৩ কোটি টাকা, নাগাল্যান্ডের ৬২.৪৬ কোটি টাকা, সিকিমের ২১.৮৫ কোটি টাকা এবং ত্রিপুরার জন্য ৯৩.০২ টাকা মঞ্জুর করেছে।

উদ্বিগ্ন

● প্রথম পাতার পর

বলেও জানিয়েছেন ম্যার্কেল। এ ছাড়াও আরও অনেকে আফগানিস্তান ছাড়তে চায় বলেই মনে করছে জার্মানি। তাঁর মতে, "যাঁরা এত দিন ধরে স্বাধীনতার দিকে এগোচ্ছিলেন, বিশেষ করে আফগানিস্তানের মহিলারা তাঁরা এ বার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবেন।" "প্রতিবেশী দেশকে সাহায্যের জন্য আমাদের যতটা করা সম্ভব তা করতে হবে", এই বার্তাও দিয়েছেন ম্যার্কেল।

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দিন। কাবুলের পালাবদলও ঘটেছে। এই আবহে আফগানিস্তান নিয়ে জার্মানি চ্যান্সেলরের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

১২০ জন

● প্রথম পাতার পর

তালিবান। এই পরিস্থিতিতেই প্রথমে ৪৫ জন ভারতীয়কে বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সূত্রের খবর, যে গাড়িতে করে ভারতীয়দের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই গাড়িকে রাস্তায় আটকানো হয়। কয়েক জনকে দূতাবাসে ফেরত পাঠায় তালিবান। বাকিদের অনুমতি দেওয়া হয়। সোমবার কাবুল বিমানবন্দরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই রওনা দেয় বায়ুসেনার একটি বিমান। তাঁদের মধ্যে দূতাবাসের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা রয়েছেন।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, সোমবার রাতেই আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে। তার পরেই মঙ্গলবার সকালে কাবুলে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত রুদ্রেন্দ্র ট্যান্ডন-সহ দূতাবাস কর্মী ও ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের জওয়ানদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। বায়ুসেনার বিমানে করে গুজরাটের জামনগরে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, সোমবার অসামরিক বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার মধ্যেই আফগানরা দেশ ছাড়ার চেষ্টা করেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীর বিমানেও ওঠার চেষ্টা করেন অনেকে। পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালায় আমেরিকার সেনা। বিমানে ঝুলে পালানোর মরিয়া চেষ্টা করতে গিয়ে আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে তিন জনের মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় সোমবার দূতাবাসে আটকে থাকা বাকি ভারতীয়দের বার করে আনা সম্ভব হয়নি। -

দূতাবাস

● প্রথম পাতার পর

আফগানিস্তানে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। যারা দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাদের জন্য ভারত

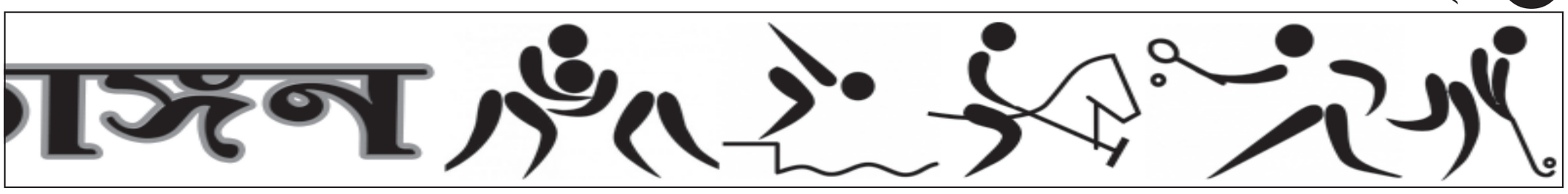

প্রকাশিত হল আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের সূচি

দুবাই, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রকাশিত হল চলতি বছর আয়োজিত হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ ক্রীড়াসূচি । মঙ্গলবার এই সূচি প্রকাশ করে আইসিসি। টুর্নামেন্টের প্রথম পর্ব শুরু হচ্ছে ১৭ অক্টোবর ওমান বনাম পাপুয়া নিউগিনি ম্যাচ দিয়ে। ওইদিনই স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছে বাংলাদেশ। বিশ্বকাপের মূল পর্ব অর্থাৎ সুপার-১২ শুরু হচ্ছে ২৩ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে। ২৪ অক্টেবর দুবাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুপার টুয়েলভের ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় দল। ফাইনাল হবে ১৪ নভেম্বর।

২০১৬ সালে ছোট ফরম্যাটে বিশ্বকাপের পর এবছর টি-২০ বিশ্বকাপে ম্যাচের সংখ্যা বাড়িয়েছে । এবার বিশ্বকাপকে ভাঙা হয়েছে দুটি ভাগে। টুর্নামেন্টের প্রথম অর্থাৎ কোয়ালিফাইয়িং রাউন্ডে আটটি দল একে-অপরের বিরুদ্ধে খেলবে। এই দলগুলিকেও দুটি গ্রুপে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, নামিবিয়া। গ্রুপ বি-তে রয়েছে বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি এবং ওমান। এই খেলাগুলি ওমান ক্রিকেট গ্রাউন্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত হবে। এই রাউন্ড থেকে চারটি দল মূল টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পাবে। এই চার দল এবং আইসিসি ক্রমতালিকায় প্রথম আটটি দল মিলে শুরু হবে এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার । সুপার ১২-কে আবার দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম গ্রুপ অর্থাৎ গ্রুপ ওয়ানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং বাছাই পর্ব থেকে আসা দুটি দল। অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্রুপে সরাসরি খেলছে ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান। সেই সঙ্গে থাকবে বাছাই পর্বের দুটি দল। এই সুপার-১২ শেষ হলে চারটি দল খেলবে সেমিফাইনাল। আবু ধাবিতে ১০ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল আয়োজিত হবে। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল দুবাইয়ে ১১ নভেম্বর। ১৪ নভেম্বর সন্ধে দুবাইয়েই ফাইনাল আয়োজিত হবে। শোনা যাচ্ছে, আইসিসি নাকি এবারের বিশ্বকাপে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিতে পারে।

ভারতের সূচি:-

১. ২৪ অক্টোবর বনাম পাকিস্তান (দুবাই)

২. ৩১ অক্টোবর বনাম নিউজিল্যান্ড (দুবাই)

৩. ৩ নভেম্বর বনাম আফগানিস্তান (আবু ধাবি)

৪. ৫ নভেম্বর বনাম বি-গ্রুপের এক নম্বর দল (দুবাই)

৫. ৮ নভেম্বর বনাম এ-গ্রুপের দু'নম্বর দল (দুবাই)

বিশ্বকাপের গ্রুপ বিভাগ:-

গ্রুপ-এ: শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নমিবিয়া।

গ্রুপ-বি: বাংলাদেশ, স্কটল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, ওমান।

গ্রুপ-১: ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, গ্রুপ-এ''র চ্যাম্পিয়ন, গ্রুপ-বি''র রানার্স।

গ্রুপ-২: ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, গ্রুপ-এ''র রানার্স, গ্রুপ-বি''র চ্যাম্পিয়ন। হিন্দুস্থান সমাচার

প্যারালিম্পিয়ানদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্যারা-অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার টোকিওর প্যারালিম্পিকে অংশ নিতে চলা ৫৪ জন ভারতীয় প্যারা—অ্যাথলিটদের সঙ্গে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এ দিন ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়াতে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল অ্যাথলিটের সঙ্গে মন খুলে কথা বললেন।এদিন প্যারা-অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরও।

টোকিও প্যারালিম্পিক শুরু হচ্ছে ২৪ আগস্ট থেকে, চলবে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটরা ইতিমধ্যেই টোকিও পৌঁছে গিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার ৫৪ সদস্যের ভারতীয় দল টোকিওর উদ্দেশে রওনা হয়েছে। মঙ্গলবার প্যারা-অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর।

২৪ আগস্ট থেকে টোকিওতে শুরু হবে এ বারের প্যারালিম্পিকের আসর। এই প্রতিযোগিতায় ভারত থেকে অংশ নিচ্ছেন ৫৪ জন ক্রীড়াবিদ। ২০০৪ ও ২০১৬ প্যারালিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জেতা ভারতের দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া এ বারও প্যারালিম্পিকে অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া জ্যাভলিন চ্যাম্পিয়ন সন্দীপ চৌধুরী এবং হাইজাম্পার মরিয়াপ্পান থঙ্গাভেলুও এ বার প্যারালিম্পিকে যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের কাছ থেকে পদকের আশায় রয়েছে দেশ।

২০১৬ সালে রিও প্যারালিম্পিক্সে ভারত দু'টি সোনা, একটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছিল। এ বারে ভারতীয় অ্যাথলিটদের থেকে আরও বেশি পদকের আশা করছে গোটা দেশ। যে ভাবে নীরজ চোপড়ারা টোকিও অলিম্পিক্সে ইতিহাস তৈরি করেছেন, এ বারের টোকিও অলিম্পিকে তেমনই কিছু ঐতিহাসিক সাফল্য পাবেন দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়ারা, এমনটাই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। এ দিন প্রত্যেক ক্রীড়াবিদকে আলাদা করে উৎসাহিত করলেন তিনি। রিও প্যারালিম্পিকে শট পাটে রুপো জেতা দীপা মালিক আশাবাদী, এ বার ভারতের ফল গতবারের চেয়েও ভাল হবে।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

লর্ডসে জিতেও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের দু''নম্বরে ভারত, শীর্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দুবাই, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : লর্ডস টেস্টে দাপুটে জয়ের পরেও ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে দু''নম্বরে রইল ভারত। শতকরা হারে এগিয়ে থাকায় লিগ টেবিলে শীর্ষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে হার মানায় তারা রইল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের তৃতীয় স্থানে। এখনও পর্যন্ত চারটি দল নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ মরশুমে মাঠে নেমেছে। ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ছাড়াও ডব্লিউটিসি ২০২১-২৩''এর অধীনে টেস্ট সিরিজ খেলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। নিয়ম মতো প্রতিটা টেস্ট জিতলে সংশ্লিষ্ট দল ১২ পয়েন্ট পাবে। ম্যাচ টাই হলে দু''দল নিজেদের মধ্যে ৬ পয়েন্ট করে ভাগ করে নেবে এবং টেস্ট ড্র হলে উভয় দলের খাতায় ঢুকবে ৪ পয়েন্ট করে।

সেই নিরিখে ভারত দু'টি টেস্টের একটি ড্র করে এবং একটি জেতে। সুতরাং ভারতের খাতায় থাকার কথা (৪১২) ১৬ পয়েন্ট। তবে নটিংহ্যাম টেস্টে স্লো ওভার-রেটের জন্য ভারতের ২ পয়েন্ট কাটা গিয়েছে। তাই ভারতের পকেটে রয়েছে (১৬-২) ১৪ পয়েন্ট।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে অবশ্য পয়েন্টের নিরিখে নয়, ফাইনালিস্ট নির্ধারণ করা হবে সংগৃহীত পয়েন্টের শতকরা হারে। সেই নিরিখে ভারত পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে ৫৮.৩৩ শতাংশ হারে। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংস্টোন টেস্টে পাকিস্তানকে হারিয়ে সংগ্রহ করেছে ১২ পয়েন্ট। তবে তাদের পয়েন্ট সংগ্রহের শতকরা হার ১০০। তাই ভারতের থেকে পয়েন্টের নিরিখে পিছিয়ে থাকলেও শতকরা হারে এগিয়ে থাকায় লিগ টেবিলের এক নম্বরে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

ইংল্যান্ড ২টি ম্যাচে ৮.৩৩ শতাংশ হারে ২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা রয়েছে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে। পাকিস্তান একটি ম্যাচ খেলে কোনও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে তারা রয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের চতুর্থ স্থানে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লর্ডস টেস্ট জিতে টুইটে উচ্ছ্বাস ভারতীয় ক্রিকেটারদের

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি.স.) :লর্ডস টেস্টে জয়ের পর আবেগ ভাসলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। নাচ, গান, হুল্লোড়ে মেতে ওঠে ভারতীয় দলের সাজঘর। বিসিসিআই সেই উৎসবের ভিডিও পোস্ট করেছে। সেই সঙ্গে লর্ডস টেস্ট জিতে টুইটে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের অবস্থা যা ছিল, তাতে কেউই ভাবতে পারেননি লর্ডস টেস্টে শেষ দিন ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়বেন বিরাট কোহলীরা। ১৫১ রানে দ্বিতীয় টেস্ট জেতে ভারত। লর্ডস টেস্টে অভাবনীয় জয়ের পর দলের প্রায় সব ক্রিকেটারই জয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন নেটমাধ্যমে। কোহলী লিখেছেন, 'অসাধারণ একটা ম্যাচ খেললাম। দলের প্রত্যেক সদস্য এগিয়ে এসেছে। সবাই লড়াকু মনোভাব দেখিয়েছে। তবে অনেক দূর যেতে হবে।'

রোহিত এই টেস্টের আগে তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনের একটি অংশ তুলে দিয়েছেন নেটমাধ্যমে। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বাধীনতা দিবসের পরের দিন এই টেস্ট জিতলে সেটা হবে দেশের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আপনার কি মনে হয়?' রোহিত জবাবে স্যালুট জানিয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন। সেই ভিডিয়ো লর্ডসে জেতার পর টুইটারে দিয়েছেন 'হিট ম্যান'। ম্যাচের সেরা না হলেও ব্যাট এবং বল হাতে এই টেস্টের অন্যতম নায়ক মহম্মদ শামি লিখেছেন, 'কঠিন পরিশ্রম করলে মাঠে তার প্রতিফলন ঘটবেই। ব্যাটে রান করে দলকে সাহায্য করার জন্য গর্ব বোধ করছি। বুমরার সঙ্গে এই জুটি বাড়তি আনন্দ দিয়েছে।' বুমরা লিখেছেন, 'এই জয় যে কতটা আনন্দ দিয়েছে, মুখে প্রকাশ করতে পারব না। দলের প্রত্যেক সদস্যের জন্য গর্বিত।'

ঋষভ পন্থও বাকিদের মতোই আবেগপ্রবণ। তিনি লিখেছেন, 'আমরা ক্ষুধার্ত। জয়ের জন্য মরিয়া। তাই জিতে দেখালাম। সবাই একজোট হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যই লর্ডস টেস্ট জিততে পারলাম। তবে এই জয় কিন্তু এত সহজে ভুললে চলবে না। এই জয়ের রেশ নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব।' ২৫ আগস্ট হেডিংলেতে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামবে টিম ইন্ডিয়া।-হিন্দুস্থান সমাচার /

৩০ আগস্ট পিএসজির জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে পারে মেসিকে

প্যারিস, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : নতুন মরশুমে বার্সেলোনা ছেড়ে প্যারিসে যোগ দিয়েছেন লিয়োনেল মেসি। পিএসজি-র জার্সিতে অনুশীলনে নেমে পড়লেও মেসিকে এখনও মাঠে নামতে দেখা যায়নি।মনে করা হচ্ছে ৩০ আগস্ট রেইমসের বিরুদ্ধে মেসিকে দেখা যেতে পারে মেসিকে। কারন আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা জয়ের পরে এখনও অবধি কোনও ম্যাচ খেলেননি মেসি। প্রাক মরশুম অনুশীলনের সুযোগও পাননি ৩৪ বছরের ফুটবল তারকা। তাঁকে পুরোপুরি ফিট করে তবেই মাঠে নামাতে চাইছেন পিএসজি-র কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। এমন অবস্থায় ৩০ অগস্ট রেইমসের বিরুদ্ধে মেসিকে দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে স্ট্রাসবর্গকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় পিএসজি। এখনও মাঠে না নামলেও দলের খেলা দেখতে মাঠে এসেছিলেন মেসি। সেই ম্যাচের পর পচেত্তিনো বলেন, "কোপা আমেরিকা ফাইনালে খেলার পর এখনও অবধি মাত্র দু'দিন অনুশীলন করেছে মেসি। আমরা তাড়াহুড়ো করব না। ধীরে ধীরে একে অপরকে জানার চেষ্টা করব। মেসি পুরোপুরি সুস্থ হোক, দলের সঙ্গে ভাল ভাবে মিশে যাক। তারপরেই অভিষেক হবে ওর।" হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাড়ি ফেরার আগেই অসুস্থ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভরতি করা হল নীরজ চোপড়াকে

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : প্রবল জ্বরে কাবু সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ফেলে মাঝপথেই ফিরতে হল ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে। তড়িঘড়ি তাঁকে ভরতি করা হল হাসপাতালে। টোকিওয় সোনা জিতে ভারতে পা রাখলেও সংবর্ধনার হিড়িকে এতদিন বাড়িতেই ফিরতে পারেননি নীরজ চোপড়া। তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর গ্রামের গর্বিত বাসিন্দারা। মঙ্গলবার দিল্লি থেকে পানিপথ পর্যন্ত প্রায় ৬ ঘণ্টার রাস্তার অতিক্রম করে বাড়ি ফিরছিলেন নীরজ। রেড কার্পেট পেতে অলিম্পিকে সোনাজয়ীর জন্য অপেক্ষারত ছিলেন পানিপথ। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবেই শুরু হয়েছিল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। কিন্তু খানিক পরই বেশ অসুস্থ দেখায় নীরজকে। ধুম জ্বর আসায় অনুষ্ঠান মাঝপথে ছেড়েই বেরিয়ে যেতে হয় তাঁকে। দীর্ঘ যাত্রায় কখনও রোদে পুড়েছেন আবার কখনও গাড়ির এয়ার কন্ডিশনের মধ্যে বসেছেন। আর এই ঠান্ডা-গরমেই জ্বর বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। টোকিও থেকে সোনা নিয়ে ফেরার পরই শুভেচ্ছার বন্যায় ভেসে গিয়েছেন ভারতীয় অ্যাথিলট। অভিনব বিন্দ্রার পর দ্বিতীয় ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে অলিম্পিকের ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছেন তিনি। আর তাই গোটা দেশের কাছে বর্তমানে 'হিরো'র তকমা পাওয়া নীরজ দেশে ফিরেই জ্বরে পড়েন। গলাতেও ব্যথা ছিল।

পার্ক স্ট্রিটে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলাকালীন দুষ্কৃতীর গুলিতে জখম ১, থমথমে এলাকা

কলকাতা, ১৭ আগস্ট (হি. স.) : কলকাতার ইলিয়াড রোডে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলাকালীন চলল গুলি। ক্লাবের এক সদস্য গুলিতে গুরুতর আহত। পলাতক তিন অভিযুক্ত। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করা যায়নি।সোমবার রাতের এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকা থমথমে। ঘটনায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পার্ক স্টিট থানা এলাকার এলিয়ট লেনের ইউনাইটেড ইলিয়ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ক্লাবের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার মধ্যরাতে ফাইনাল ম্যাচে গোলের পরই স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী হঠাৎ করে খেলার মাঝে ঢুকে যায়। ক্লাবের সদস্যদের মারধর করে বলেও অভিযোগ। পরে দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তিন রাউন্ড গুলি চালায়। গুলিতে ক্লাবের এক সদস্য গুরুতর আহত হন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে।

প্রসঙ্গত, ১৫ আগস্ট উপলক্ষে সোমবার রাতে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। ক্লাব সদস্যদের অভিযোগ, এদিন ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন ক্লাবের সামনে বসে মদ্যপান করছিল কয়েকজন, ক্লাবের মূল দরজা ভাঙচুরও করে তারা। প্রতিবাদ করলে ক্লাব সদস্যদের লক্ষ্য করে তিন রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। দুটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও, একটি গুলিতে বিদ্ধ হন এক ক্লাব সদস্য। জানা যায়, গুলিবিদ্ধ ক্লাব সদস্য লরেন্স ডিক্রুজের ডান পায়ে গুলি লাগে। ঘটনার পর ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয় লরেন্সকে। সোহেল, শারিক ও নবাব নামে তিন স্থানীয় যুবকদের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ। সোহেলের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতেই বিদ্ধ হন লরেন্স। এলাকাবাসীর অভিযোগ তিন যুবকই এলাকায় বিভিন্ন দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশ জানিয়েছে, দুষ্কৃতীরা স্কুটিরে চেপে এসেছিল। সেই স্কুটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি পলাতক ৩ অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার

PNIeT No:- 41 /EE/PWD(DWS)/AMB/ 2021-22
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No:43/SE/DWS/C/AMB/ 2020-21. (4th Call)	Rs. 97,34,687.00	Rs. 97,347.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T No:71/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22. (2nd Call)	Rs. 90,21,111.00	90,211.00	180 (One Hundred Eighty) days	
3	DNIe-T No:78/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22. (2nd Call)	Rs. 90,21,111.00	Rs. 90,211.00	180 (One Hundred Eighty) days	
4	DNIe-T No:80/SE/DWS/C/AMB/ 2021-22. (2nd Call)	Rs. 90,21,111.00	Rs. 90,211.00	180 (One Hundred Eighty) days	

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 01-09-2021 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 02-09-2021 at 16.00 Hrs
Website for Document Downloading and Bidding at Application **https://tripuratenders.gov.in**
Tender Fee : **2,500.00 each, non refundable).**
Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through **https://tripuratender.gov.in**
All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engideer
DWS Division Ambassa,
Dhalai Tripura

ICA-C-1795/2021-22

Memo No.F.TECH-4/Pt-X/EE-V/202-22/2088-2152 Dated , Agt. the 12th Aug ,2021.
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07 /EE-V/AGT/PWD(R&B)/21-22 Dated 12th Aug.2021.
The **Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders / Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD **up to 3.00 P.M. on 01.09.2021** for the following works :-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs. 24,24,551.94	Rs.24,246.00	120 days	Up to15.00 Hrs on 01.09.2021	At 16.00 Hrs on 01.09.2021 (If possible)	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	25/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs.24,24,965.39	Rs. 24,250.00	120 days				
3	26/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs.24,25,162.70	Rs. 24,252.00	120 days				
4	27/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs.24,26,095.50	Rs.24,261.00	120 days				
5	28/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs.24,26,051.84	R,s. 24,260.00	120 days				
6	29/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs.24,18,514.23	Rs.24,185.00	120 days				
7	30/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs. 24,25,611.82	Rs.24,256.00	120 days				
8	31/DNIT/EE-V/AGT/PWD/2021-22	Rs. 24,27,020.56	Rs.24,270.00	120 days				

Note:*NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
All details can be seen in the office of the undersigned & may visit : **https:lltripuratenders.gov.in.**
For and on behalf of the Governor of Tripura.
(Er. S.K.Nath)
Executive Engineer
Agartala Division No.V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA-C-1801/2021-22

সত্যমেব জয়তে
ত্রিপুরা সরকার

INDIA @ 75
Azadi ka Amrit Mahotsav

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের ১১৩তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান

বুবাগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর দেববর্মণনি বিসি ফিল সারা-চিথাম খনসুগমা সাল পালায়মুঙ পানদা

১৯ আগষ্ট, ২০২১ ▮ সকাল ১১ টা
রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, হল নং ১

প্রধান অতিথি
শ্রী বিপ্লব কুমার দেব
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
বিশেষ অতিথি
শ্রী যীষ্ণু দেববর্মা
মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা
শ্রী প্রদ্যোৎ বিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মণ
মাননীয় এম.ডি.সি, টি.টি.এ.এ.ডি.সি
সম্মানিত অতিথি
ডাঃ প্রশান্ত কুমার গোয়েল
সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
শ্রী সুভাষ দেব
ভাইস চেয়ারম্যান, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি

অনুষ্ঠানে আপনার সাদর আমন্ত্রণ

কোভিড অতিমারীতে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে

ICA-D-674/2021-22

মঙ্গলবার আগরতলায় যুব মোর্চার উদ্যোগে যুব সংকল্প যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

কৃষকদের কল্যাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। ২০২২ সালের আগেই ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার। ক'ষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে উৎপাদিত ক'ষি পণ্যের বিক্রয়ের নিশ্চয়তা তৈরির ফলে বেড়েছে রোজগার। আজ নাগিছড়াস্থিত উদ্যান ও বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্রে আয়োজিত প্রগতিশীল চাষীদের উদ্যান ও কলা চাষ বিষয়ক কর্মসূচির সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ক'ষির বিকাশে ও ক'ষকদের কল্যাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গবেষণাভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বনে উদ্যান ও বাগিচা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ক্ষেত্রের উন্নয়নই কোনও রাজ্যের সার্বিক বিকাশের অন্যতম শর্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা ক'ষি প্রধান রাজ্য। তাই ক'ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিই শুধু নয় তাদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে মাটির গুণাগুণ ও সঠিক ফসল নির্বাচন করার সুযোগ তৈরি হলেও ক'ষকরা তাদের স'তি অভি'তালব্ধ 'ান থেকেই জমি বাছাই বা মৃত্তিকার গুণাগুণ নির্ধারণে অনেকাংশেই সক্ষম। ক'ষকরাই আমাদের অহংকার। আমাদের জীবনে তারাই ঈশ্বরতুল্য, অন্নদাতা ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরার কারিগর। এখন রাজ্যে ক'ষকগণ যোগ্য সম্মানও পাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে ক'ষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। বর্তমান সরকারের সময়ে সাড়ে তিন বছরে ফল চাষের উপযোগী এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮৬ শতাংশ, সব্জি চাষের পরিমাণ বেড়েছে ৫৩ শতাংশ, উন্মুক্ত জায়গায় ফুল চাষের এলাকা বেড়েছে ৮৭ শতাংশ। বর্তমানে ১৮৪০ হেক্টর বাগান এলাকা পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় ফুল চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে নতুন তিনটি সৌরশক্তি ভিত্তিক শীতল কক্ষ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন বাজার তৈরির সুযোগ সহ মাশরুমের উৎপাদন ১২ শতাংশ বেড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক'ষকদের মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় একদিকে যেমন রোজগার বেড়েছে তেমনি লোকসানের আশংকা কাটিয়ে মিলেছে বিক্রির নিশ্চয়তা। রাজ্যে স্বরোজগারের মানসিকতা সৃষ্টির ফলে রাজ্যের শিক্ষিত যুবকরাও আজ নিজেদেরকে ক'ষি পেশার সাথে যুক্ত করছেন। কুমারঘাটের এক সফল যুব চাষীর সাফল্য স্থান করে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। রাজ্যে যুবকদের আন্দোলনে ব্যস্ত রাখার বদলে উৎপাদনমুখী কাজে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এরফলে ত্রিপুরা আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রক'ত বর্গাচাষীদেরও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ভালো সংখ্যায় বর্গাচাষীরা বিভিন্ন সহায়তা পাচ্ছেন। রাজ্যের বাঁশকরুলের তৈরি বিস্কুট খেয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বাঁশকরুল থেকে আচার তৈরিরও পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নাগিছড়াস্থিত উদ্যান ও বাগিচা ফসল গবেষণা কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন ও বিভিন্ন বিভাগ এবং ফলের বাগিচা পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ক'ষিক্ষেত্রে গ্রোথ রেট বেড়েছে। আধুনিক চাষ পদ্ধতির অবলম্বনে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক'ষকদের রোজগার বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। ক'ষকরা লাভবান হলেই রাজ্য লাভবান হবে। তিনি আরও বলেন, উদ্যান ও বাগিচা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ক'ষকদের আর্থিক উন্নয়নে কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তাতে গতি স'ার করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সুচিন্তিত পদক্ষেপের সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের ক'ষকগণ। জমি বন্ধক দেওয়া বা মহাজনী ব্যবস্থা থেকে অন্নদাতাদের মুক্তি দিতে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার পাশাপাশি ক'ষকদের লোকসানের আশংকা লাঘব করতে মুখ্যমন্ত্রী বীমা যোজনাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এর অধিকাংশ অর্থ বহন করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ১০০ শতাংশ ক'ষকদের এই বীমার আওতায় আনতে দপ্তর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রাজ্যে উদ্ভাবনী চাষের মাধ্যমে রোজগারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে আট জেলা থেকে প্রগতিশীল চাষীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট আই সি এ আর- এন আর সি বি, ড. ভি কুমার (ত্রিচি, তামিলনাড়ু), ক'ষি দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. পি বি জমাতিয়া প্রমুখ।

কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটি দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল অবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটি দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কৃষিপ্রধান এই এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। ফলে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকাবাসী। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ এই রাস্তা ধরে প্রত্যেক দিন প্রচুর সংখ্যক লোকজনকে আসা যাওয়া করতে হয়। কারণ ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনগণের চলাচলের এটিই একমাত্র রাস্তা। অথচ এই রাস্তাটি দীর্ঘ প্রায় তিন বছর যাবত বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। সেই রাস্তাটি দিয়ে উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লোকজনদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে যাতায়াত করতে হয়। এলাকার কোন লোকজন যদি অসুস্থ হয় কিংবা কোন মা বোন গর্ভবতী হয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে অনেকটাই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে এলাকার লোকজনেরা জানান, এই এলাকা প্রধানত কৃষিজ এলাকা। এই এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে কৃষিজ ফসল নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া, মোহরছড়া, কল্যাণপুর সহ পাইকারি সবজি বাজারে।কৃষকরা সেই সবজি নিয়ে যেতে অনেকটাই দুর্ভোগের কবলে পড়ছে। তাই এলাকাবাসীর দাবি তাদের এই রাস্তাটি অতি সত্বর মেরামত করে দেওয়ার জন্য। যদিও এই রাস্তা ধরে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বার প্রত্যেক দিন যাওয়া আসা করেন। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না তারা। এমনকি এলাকা থেকে জানানোর পরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ করেন এলাকার লোকজন।এলাকার ভুক্তভোগী জনগণের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে অবিলম্বে এই রাস্তাটি সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য। সরকার ও প্রশাসন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শুধু রাজ্য নয় কেন্দ্রকেও বিচাপতিদের নিরাপত্তা দায়িত্ব নিতে হবে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.) : বিচাপতিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। কেন্দ্রকেও বিচাপতিদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। ঝাড়খণ্ডের বিচারপতি খুনের মামলায় মঙ্গলবার কেন্দ্রকে এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

গত ২৮ জুলাই প্রতি দিনের মতোই প্রা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের জেলা আদালতের বিচারপতি উত্তম আনন্দ। তখনই রাস্তায় অটো চাপা দিয়ে খুন করা হয়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয়েছিল দুর্ঘটনাতে মৃত্যু হয়েছে বিচারপতির। কিন্তু পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায় রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাওয়া বিচরপতিকে চাপা দিচ্ছে অটো। সেই ঘটনায় সরব গোটা দেশ। বিচারপতি থেকে আইনজীবী মহল এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিচরপতিদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। যে মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল। তখনই আদালত নির্দেশ দেয়, বিচাপতিদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। কেন্দ্রকেও বিচাপতিদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

উল্লেখ্য, ধানবাদের বহু মাফিয়ার মামলার শুনানি হচ্ছিল বিচারপতি আনন্দের এজলাসে। সম্প্রতি দুই গ্যাংস্টারের জামিনও বাতিল করে দিয়েছিলেন তিনি। এক বিধায়ক ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধেও খুনের মামলার শুনানি চলছিল তাঁরই এজলাসে।

পানীসাগর গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। পানিসাগর গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার দপ্তরে উন্নয়নের কাজ নিয়ে চলছে সাগরচুরি দুর্নীতি। অফিসের কর্মযজ্ঞ নিয়েও চলছে চরম অবহেলা। পানিসাগর মহকুমার গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার সুজিত দত্ত প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার আগরতলা নিজ বাড়িতে চলে যান।শনি, রবি, সোম কাটিয়ে মঙ্গলে অফিসে আসেন। যার দরুণ দপ্তরের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ মুখথুবরে পড়েছে। সরকারি কর্মচারীগণ চাকুরী নিয়মনীতি অনুযায়ী কর্মস্থল থেকে আট কিমি এর বাহিরে যাওয়া বা থাকা নীয়মনীতির বিরুদ্ধে। যদি কোনো কর্মচারী আট কিলোমিটারের বাইরে বাড়িতে বা অন্য কোনো স্থানে যেতে হয় তবে দপ্তরের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

পানিসাগর মহকুমার গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার এই নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা করছেন না। প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার এটেন্ডেন্স সাক্ষর করে সকালের ট্রেনে আগরতলায় চলে যান। পরবর্তী সপ্তাহের মঙ্গলবারে ট্রেনে উনি পানিসাগর অফিসে আসেন।অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় গোটা দেশ যেখানে ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছে ১৫ই আগষ্ট। প্রতি সরকারি বা বে-সরকারি দপ্তরের কর্ণধার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন।

দূর্গবাড়িতে অনুষ্ঠিত হল মনসা পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আগরতলা দুর্গাবাড়িতে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়। হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম কারণ হলো সর্প দেবী মা মনসার উপাসনা। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যারা ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসে বসতি স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যেই মা মনসার পূজার্চনা প্রবণতা অনেক বেশি। একমাস ব্যাপী মনসামঙ্গল পুঁথি পড়ার পর মা মনসার পূজা করা হয়।গ্রাম ত্রিপুরার বহু বাড়িঘরে মা মনসা দেবী পূজিত হন।

মা মনসার পূজা কে কেন্দ্র করে গ্রাম ত্রিপুরার ঘরে ঘরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার লক্ষিত হয়। রাজধানী শহরের দূর্গা বাড়িতেও ভাবগম্ভীর পরিবেশে মা মনসা দেবীর পূজা হয়ে থাকে। এ বছরও শ্রদ্ধাভরে মামলার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়।তবে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কারণে ভক্তদের সমাগম নেই বললেই চলে।নিয়ম মেনে করা হয় মনসা পূজো। বিস্তারিত বিষয় জানিয়েছেন মন্দিরের পুরোহিত জয়ন্ত ভট্টাচার্য।

সমাজসেবার অনন্য নজির স্থাপন করল ধলাই জেলার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। সমাজসেবার অনন্য নজির স্থাপন করল ধলাই জেলার পুলিশ। বুধবার ধলাই জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে জহরনগরস্থিত পুলিশ লাইনে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ধলাই জেলার শহর নগর পুলিশ লাইনে মঙ্গলবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ডিআইজি নর্দান এল ডার্লং। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলা পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্লোল রায়, চিকিৎসক সুভাষ বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ডিআইজি নর্দান এল ডার্লং বলেন, যারা পুলিশে কর্মরত আছেন তারা শুধু নিরাপত্তা প্রদানই করেন না নানা সময়ে নানা ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে এগিয়ে আসেন। আর এরই প্রতিফলন এই ধরনের রক্তদান শিবির। শুধু ধলাই জেলাতেই নয়, রাজ্যের সর্বত্র পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য রাখেন ডিএসপি ডিআইবি জাস্টিন জোসেফ। এ দিনের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৫৫ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। সংবাদমাধ্যমের সাথে পুলিশের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। যার প্রমাণ মিলল এদিন। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে প্রথমেই রক্ত দান করেন আমবাসা মহকুমা প্রেসক্লাবের সদস্য তথা সাংবাদিক মনিষ চক্রবর্তী। ডিআইজি নর্দান এল. ডার্লং সহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এর ভুয়সি প্রশংসা করেন। আগামী দিনেও আমবাসা মহকুমা প্রেসক্লাবের সদস্যদের এ ধরনের উদ্যোগ জারী রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। পেট্রোল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে নাজেহাল দেশবাসী। জ্বালানির মূল্য হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও সরকার এসব বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য হ্রাস করার কোনো সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিক কারণেই মানুষের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। জ্বালানির মূল্য রাশ না হলে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি পাবে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর এর প্রভাব পড়তে বাধ্য।পেট্রোল এবং ডিজেলের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ জনগণের নাজেহাল অবস্থা। সরকারকে বারবার বলার পরও পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানোর বিষয় নিয়ে কোনরকম হেলদোল নেই। কিছুদিন আগে দেখা গেছিল যে রাজনৈতিক দলগুলো পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে সরব হয়েছিল।

বিশালগড় ডিডব্লিওএস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের কাজকর্মে তীব্র অসন্তুষ্ট জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। বিশালগড় ডিডাব্লিউ এস দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। সরকারি কাজকর্ম যথা সময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তালবাহানার অভিযোগও মিলেছে। সরকারি দপ্তরে কর্তব্যরত অবস্থায় নেশা দ্রব্য সেবন করার ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারি নির্দেশ রয়েছে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কড়া বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে পাত্তা দিচ্ছেনা একাংশের সরকারি কর্মচারীরা। সরকারি অফিসে বসেই নেশা সেবনের প্রবণতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অফিসে বসেই সরাসরি সিগারেটের সুখ টানে নিমজ্জিত সরকারি আধিকারিকদের একাংশও।

সরকারি আধিকারিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে অহরহ। সাধারণ জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার করাও তার নিত্যদিনের অভ্যাস বটে। অর্ধ লক্ষ টাকা বেতনভুক্ত সেই সরকারি আধিকারিক হলেন বিশালগড় ডিডাব্লিউ এস অফিসে কর্মরত এক্সজিওটিভ ইঞ্জিনিয়ার এম কে দাস। গত কয়েকমাস যাবৎ সেই দায়িত্বে রয়েছেন দাস বাবু। বিশালগড় এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি পানীয় জলের উৎস কেন্দ্রগুলো অধিকাংশ অকেজো হয়ে পড়েছে। ওয়াটার সাপ্লাই মেশিন গুলি সারাইয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় নেতাকর্মীরা, দফায় দফায় ইঞ্জিনিয়ার বাবুর নিকট ধর্ণা দিতে দেখা গেলেও, উনার দায়িত্ব বলতে কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিশালগড় বাজার থেকে পঞ্চায়েত এবং চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের অধীনস্থ অধিকাংশ পানীয় জলের মেশিন গুলা নষ্ট। তাতে আমজনতাকে পানীয় জলের বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়, পেগাসাস কান্ডে সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্ট (হি.স.): দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়। তাই ওই সংক্রান্ত কোনও তথ্য জানাতে হবে না কেন্দ্রকে। পেগাসাস ইস্যুতে মঙ্গলবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই সঙ্গে কোনও কোনও ব্যক্তিবিশেষের ফোনে ওই সফটওয়্যারের সাহায্যে আড়ি পাতার যে অভিযোগ উঠেছে তার জবাব দিতে হবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে। যদিও এদিন সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল, লুকনোর মত কিছুই কেন্দ্রের কাছে নেই।

পেগাসাস কেলেঙ্কারিতে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে যে মামলা রুজু হয়েছে মঙ্গলবার ছিল তারই শুনানি। এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ''আমরা চাই না জাতীয় সুরক্ষার দিকটি নিয়ে কোনও রকম আপস করা হোক। কিন্তু দাবি উঠেছে ব্যক্তিগত ভাবে কারও কারও ফোনে পেগাসাস হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। কেবল মাত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষই এর উত্তর দিতে পারবে।''

এদিকে সরকারি আইনজীবী তুষার মেহতা এদিন শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন, ''আমাদের আদালতের কাছে গোপন করার কিছুই নেই। আদালত যে কমিটি গঠন করবে সেখানে সবকিছু পেশ করতে রাজি আমরা। কিন্তু তা বলে সব কিছুই জনতার সামনে আনতে পারব না। এরপর ওয়েব পোর্টালগুলি বলতে আরম্ভ করবে সামরিক সম্পদ বেআইনি ভাবে ব্যবহার করছে। কিন্তু কমিটি তৈরি হলে সেখানে সবকিছুই জানাতে তৈরি আমরা।''

কেন্দ্রের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারপতি জানান, ''আমরা চাইছি না প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কোনও প্রোটকলে হস্তক্ষেপ করতে। আমরা সেই ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করতেও বলব না। বিষয়টা খুবই সহজ। অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে অভিযোগ করছে তাঁদের ফোনে এই ধরনের হামলা হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গে কোনও রকম আপস না করেই এই বিষয়ে জবাব দেওয়া হোক।''

উল্লেখ্য, দেশের সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্টদের ফোনে আড়ি পাতার ঘটনায় আদালতের নজরদারিতে তদন্তের আবেদন জানিয়েছিল এডিটর্স গিল্ড। এ ছাড়াও পেগাসাস ইস্যুতে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আরও বেশ কয়েকটি পিটিশন দাখিল হয়েছিল।

আগরতলায় দূর্গবাড়িতে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।